গাজায় স্থায়ী যুদ্ধবিরতির দাবি, ইউরোপজুড়ে বিক্ষোভ
সারে-জমিন

বাস ধর্মঘটের জেরে চরম ভোগান্তি মুর্শিদাবাদ জুড়ে
রূপসী বাংলা

ঝিমিয়ে পড়া যুদ্ধে ইউক্রেন যেখানে এগিয়ে
সম্পাদকীয়

রাস্তা তৈরি নিয়ে বিবাদে পিটিয়ে খুন করা হল
সাধারণ

আর্জেন্টাইন তরুণের অবিশ্বাস্য গোলে ইউনাইটেডের জয়
খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

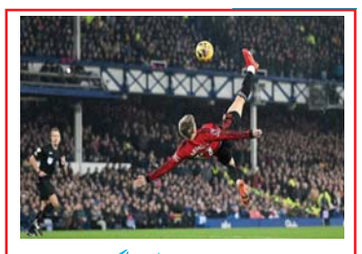

মঙ্গলবার
২৮ নভেম্বর, ২০২৩
১১ অগ্রহায়ণ ১৪৩০
১৩ জমাদিয়াল আউয়াল, ১৪৪৫ হিজিরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 18 ■ Issue: 320 ■ Daily APONZONE ■ 28 November 2023 ■ Tuesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

এবার পেনশন বাড়ানোর দাবি বাংলার প্রাক্তন বিধায়কদের

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিধায়ক ও মন্ত্রীদের বেতন বৃদ্ধির ঘোষণা দেওয়ার পর প্রাক্তন বিধায়কদের কাছ থেকে আনুপাতিক হারে পেনশন বাড়ানোর দাবি উঠতে শুরু করেছে। বিধানসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার প্রাক্তন বিধায়কদের কল্যাণ সমিতি থেকে স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের দফতরে এই বিষয়ে একটি স্মারকলিপি পৌঁছেছে।
স্মারকলিপিতে প্রাক্তন বিধায়করা প্রাক্তন বিধায়কদের পেনশন বাড়ানোর বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য রাজ্য বিধানসভার এনটাইটেলমেন্ট কমিটির কাছে আবেদন করেছেন।
প্রাক্তন বিধায়কদের পেনশন নির্ধারণ করা হয় সংসদে সংশ্লিষ্ট বিধায়কের মেয়াদের সংখ্যার ভিত্তিতে। একমেয়াদি প্রাক্তন বিধায়কের পেনশন ও চিকিৎসা ভাতা বাবদ মাসিক ১৪,০০০ টাকা, দু'বারের বিধায়কের ক্ষেত্রে ১৬,০০০ টাকা এবং তিন বা ততোধিক মেয়াদের ক্ষেত্রে ১৮,০০০ টাকা।
এছাড়াও, প্রত্যেক প্রাক্তন বিধায়ক, মেয়াদের সংখ্যা নির্বিশেষে, বার্ষিক ১৯,০০০ টাকা ভ্রমণ ভাতা পাওয়ার অধিকারী। সর্বোচ্চ মাসিক পেনশন ব্যান্ড ২৬,০ টাকা এবং বার্ষিক ভ্রমণ ভাতার পরিমাণ ৩০,০০০ টাকা করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

দিল্লিতে যাওয়া 'বঞ্চিত'দের বাড়ি বাড়ি পাঠানো হচ্ছে চিঠি

একশো দিনের কাজের বকেয়া মেটানো শুরু অভিষেকের

আপনজন ডেস্ক: বাংলার বকেয়া আদায়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বারে বারে সরব হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তাকে ঢাল করে আন্দোলনের মাত্রা চড়িয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজভবনে ধর্না থেকে শুরু করে দিল্লি অভিযান সর্বত্রই আটকে থাকা একশো দিনের কাজের মজুরির দাবিতে আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করেছেন অভিষেক। যদিও তা কেন্দ্রে মন গলেনি। এমনকী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিংয়ের সঙ্গে এ বিষয় দেখা করতে গেলেও তিনি দেখা করেননি। সব মিলিয়ে বঞ্চনাই অব্যাহত। তাই কেন্দ্রের 'বঞ্চনা'র গন্ধ পেয়ে অক্টোবরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, দু বছর ধরে কেন্দ্রীর সরকারের দিকে তাকিয়ে আছি কখন তারা বাংলার বকেয়া দেবে। একশো দিনের কাজে শ্রমিকদের টাকা কেন্দ্র দু মাসের মধ্যে না মেটালে তিনি নিজ উদ্যোগে সেই টাকা মেটাবেন। দলের তরফ থেকে বিধায়ক ও সাংসদরা এক মাসের বেতনের টাকা দিয়ে ধাপে ধাপে বকেয়া মেটাব বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। অবশেষে লোকসভা ভোটের আগে সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষায় একশো দিনের কাজের শ্রমিকদের মজুরির টাকা মেটানো শুরু করে দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অষিভেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার থেকেই একেশা দিনের কাজের শ্রমিকদের মজুরি দিতে শুরু করলেন অভিষেক। কেন্দ্রের কাছ থেকে যারা একেশা দিনের কাজের মজুরি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, তাদের বাড়িতে এই মর্মে চিঠি পাঠানোও শুরু হয়ে গেছে।

উল্লেখ্য, দিল্লিতে ধর্নার সময় অভিষেকের সঙ্গে বাংলা থেকে প্রায় তিন হাজার বঞ্চিত গিয়েছিলেন। তাদেরকেই বাড়ি বাড়ি চিঠি দিয়ে বকেয়া মেটানোর কথা জানানো হচ্ছে।
এর আগে অভিষেক হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, বকেয়ার দাবিতে ফের দিল্লিতে গিয়ে আন্দোলন করা হবে। সেই সঙ্গে বলা হয়েছিল শুধু ১০০ দিনের কাজ নয়, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, গ্রামসড়ক যোজনা প্রভৃতি কেন্দ্রীয় প্রকল্পের কেন্দ্রীয় সরকার আটকে রাখায় তার বিরুদ্ধে জোরদার আন্দোলন শুরু হবে। সেই আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে গত ২৩ নভেম্বর তৃণমূলের এক সম্মেলন থেকে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন, বকেয়ার দাবিতে তৃণমূল। ডিসেম্বরের দ্বিতীয় বা তৃতীয় সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে সময় চাওয়া হবে। সময় দিলে ভাল, না হলে রাস্তাতেই আন্দোলন হবে। আর সেই দিল্লি অভিযানে মমতা নিজেই শামিল থাকবেন বলে জানিয়েছিলেন। ইঙ্গিত ছিল লোকসভা ভোটের আগে বাঙলায় কোনওভাবে বিজেপিকে স্থান না দেওয়া। সেই লক্ষ্য বাস্তবায়েনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু করে দিলেন একশো দিনের কাজের শ্রমিকদের বকেয়া টাকা মেটানো।
অভিষেক শ্রমিকদের বকেয়া মেটানোর খবর দিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে যে চিঠি লিখেছেন, তাতেও কেন্দ্রের বঞ্চনার কথা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এমনকি তিনি রাজভবনের সামেন ধর্না কিংবা দিল্লিতে গিযে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর তরফে প্রত্যাখ্যানের বিষয়টিও তুলে ধরেছেন। এ বিষয়ে অভিষেক চিঠিতে হাওড়ার জগৎবল্লভপুরের এক একমো দিনের কাজের শ্রমিকের পাওনা মেটানো নিয়ে চিঠিতে 'প্রিয় সাথী' সম্বোধন করে লিখেছেন,' আপনারা জানেন কেন্দ্রের বিজেপি সরকার রাজ্যকে ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করছে। বিভিন্ন খাতে প্রায় ১৫০,০০০ কোটি টাকার বেশি বকেয়া। এর মধ্যে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের প্রাপ্য টাকাও রয়েছে। একশো দিনের কাজ করিয়েও সেই টাকা বিজেপি নেতাদের কথায় প্রতিহিংসাপরায়ণ ভাবে আটকে রেখেছে। বাংলা জুড়ে নবজোয়ার যাত্রাতেও আমরা এই বকেয়া আদায়ের দাবিতে ঝড় তুলেছি। এরপর আমরা দিল্লিতে রাজঘাটে ধরনা দিয়েছিলাম। পঞ্চায়েতও গ্রামোন্নয়ন দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী আমাদের সময় দিয়েও দেখা করেননি। উল্টে আমাকে এবং সহযোদ্ধা সাংসদদের তাঁর দফতরের মধ্যেই পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে নিগ্রহ করে গ্রেফতার করা হয়।
এরপর আমরা রাজভবনের সামনে ধরনা শুরু করি। সারা বাংলার মানুষ তাতে সাড়া দেন। এই আন্দোলন চলছে এবং চলবে। বন্ধু, ৩ অক্টোবর জমি ঘোষণা করেছিলাম যে সকল জব কার্ড হোল্ডার আমাদের সঙ্গে দিল্লি গিয়েছেন, এমনকি কেন্দ্র রেল বাতিল করলেও কষ্ট করে নারী-পুরুষ সবাই বাসেও গিয়েছেন, তাঁদের যদি কেন্দ্র টাকা না মেটায়, আমি আমার তরফ থেকেই তাঁদের প্রাপ্যের টাকা নিয়ে পাশে দাঁড়াবে । বন্ধু, সেই সূত্রেই আজকের এই চিঠি। প্রতিশ্রুতিমতো আর্থিক সাহায্য পাঠালাম। সপরিবারে ভালো থাকুন। লড়াইয়ে থাকুন। মা মাটি মানুষের আন্দোলনে থাকুন। বকেয়া আদায়ের এই অধিকারের লড়াই চলাতে থাকবে।

স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলিমদের অবদান মুছে ফেলে দিচ্ছে বিজেপি: তেজস্বী যাদব

আপনজন ডেস্ক: বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদব রবিবার কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে তীব্র আক্রমণ করে অভিযোগ করেছেন তারা সমাজকে সাম্প্রদায়িকভাবে মেরুকরণের জন্য স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানদের অবদান অস্বীকার করছে।
প্রখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী ও সমাজতান্ত্রিক চিন্তাবিদ ইউসুফ মেহের আলীর স্মরণে তাঁর দল আয়োজিত এক সিম্পোজিয়ামে বক্তব্য রাখছিলেন আরজেডি নেতা।
আমাদের তরুণদের জানা উচিত যে ইউসুফ মেহের আলিই ভারত ছাড়ো এবং সাইমন গো ব্যাকের মতো স্লোগান তৈরি করেছিলেন, যা আধুনিক ভারতীয় ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকে অমর হয়ে আছে।
দেশের বর্তমান সরকার সংখ্যালঘুদের অবদান মুছে ফেলতে চায় কারণ তারা হিন্দু বনাম মুসলিম দ্বৈততায় বিশ্বাস করে।
তিনি আরও বলেন, 'অন্যদিকে আমরা সমাজতন্ত্রের মতাদর্শে বিশ্বাসী এবং সকল প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আমাদের নিজস্ব পথে চলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। দলীয় প্রধান লালু প্রসাদের আশীর্বাদে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের নেতৃত্বে সরকার গঠনের পর থেকে দেড় বছরে আমাদের সমাজতান্ত্রিক অঙ্গীকার সবার কাছে রয়েছে।
কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকারের সমালোচনা করে যাদব বলেন, আমরা অল্প সময়ের মধ্যে বিহারের লক্ষ লক্ষ মানুষকে চাকরি দিয়েছি। কেন্দ্রের বর্তমান সরকার এক বিলিয়ন জনসংখ্যার দেশ জুড়ে কয়েক হাজার লোকনিয়োগের একটি বড় প্রদর্শন করেছে।
উপ-মুখ্যমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, তাঁর সরকার ২০২৫ সালের মধ্যে" ১০ লক্ষ কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি

পূরণ করতে সক্ষম হবে, যে বছর রাজ্যে পরবর্তী বিধানসভা নির্বাচন হবে।
কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন বিজেপি 'বনবতী, মিলাবতী অর দিখাবতী' (অনুদান, অশুদ্ধতা এবং প্রদর্শনে পরিপূর্ণ) এবং দলটিকে "সংরক্ষণ বিরোধী" বলে অভিহিত করেছেন তেজস্বী যাদব।
তিনি বলেন, আমাদের সরকার জাতিগত সমীক্ষা চালিয়েছে, কারণ কেন্দ্র দেশব্যাপী আদমশুমারির জন্য আমাদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছে। বিরোধী দলে থাকা সত্ত্বেও, আমি সেই সর্বদলীয় প্রতিনিধি দলের অংশ ছিলাম, যারা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে এই দাবি তুলে ধরেছিল। তিনি বলেন, বিজেপি আমাদের পথে সব ধরনের বাধা সৃষ্টি করেছিল এবং তাদের সমর্থকদের জরিপের বিরোধিতা করে পিটিশন দায়ের করতে বাধ্য করেছিল। এখন যখন আমরা এই প্রক্রিয়া শেষ করেছি এবং সমস্ত বঞ্চিত শ্রেণীর জন্য কোটা বাড়ানোর কাজ শুরু করেছি, তখন কিছু বিজেপি নেতা প্রকাশ্যে হুমকি দিচ্ছেন যে এটিকে আদালতে চ্যালেঞ্জ করা হবে।
তিনি আরও বলেন, এ ধরনের অপকর্ম রোধে কোটা বাড়ানোর আইনগুলো নবম তফসিলে রাখার সুপারিশ করেছে মন্ত্রিসভা। বলটি এখন কেন্দ্রের কোর্টে রয়েছে।
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের এই অভিযোগও খারিজ করে দিয়ে যাদব বলেন, সমীক্ষায় মুসলিম ও যাদবদের সংখ্যা 'বৃদ্ধি' করা হয়েছে, যা অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য ক্ষতিকর হবে।
কুর্মিদের মোট জনসংখ্যার তিন শতাংশেরও কম দেখানোর কথা উল্লেখ করে যাদব প্রশ্ন তোলেন, প্রথমত, যদি পরিসংখ্যানকে জালিয়াতি করার উদ্দেশ্য থাকে, তাহলে সমীক্ষায় মুখ্যমন্ত্রীর নিজের জাতের সংখ্যা বাড়ানো হল না কেন?। শুধু যাদবরাই নন, সামগ্রিকভাবে ওবিসি ও ইবিসিদের জনসংখ্যার হার বেড়েছে। এসসি এবং এসটি এবং সকলের জন্য ডিটো বর্ধিত কোটা থেকে উপকৃত হবে। বিহার এখন দেশের প্রথম রাজ্য যেখানে সামাজিক, শিক্ষাগত এবং অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণীর জন্য ৭৫ শতাংশ সংরক্ষণ রয়েছে। তিনি আরও বলেন, আমরা এটাও জানতে চাই যে অমিত শাহ কিসের ভিত্তিতে বিশ্বাস করেন যে সংখ্যাগুলি সঠিক নয়। আমরা অন্তত বৈজ্ঞানিকভাবে এই গবেষণা চালিয়েছি।

উত্তরাখণ্ডে সুড়ঙ্গ থেকে শ্রমিকদের উদ্ধারের নেতৃত্বে আতা হাসনাইন

আপনজন ডেস্ক: সোমবার এনডিএমএ জানিয়েছে, উত্তরকাশির সিল্কিয়ারা সুড়ঙ্গে আটকে পড়া ৪১ জন শ্রমিককে উদ্ধারের জন্য চলমান টপ-ডাউন খননের পাশাপাশি ম্যানুয়াল অনুভূমিক খনন শীঘ্রই শুরু হবে। ৪৬.৮ মিটার পর্যন্ত ড্রিল করা অগার ড্রিলটি পথিমধ্যে বেশ কয়েকটি বাধার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে একটি গার্ডারে আটকা পড়ায় অগার ড্রিলটি ভেঙে যায়। এ বিষয়ে উদ্ধারকাজে নেতৃত্ব দেওয়া ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটির (এনডিএমএ) সদস্য লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) সৈয়দ আতা হাসনাইন সাংবাদিকদের বলেন, অগার মেশিনের ভাঙা ব্লেডগুলি পুরোপুরি পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। ভাঙা অংশটি পুনরুদ্ধার করতে গিয়ে কিছু বাধা ছিল, তবে ক্ষয়ক্ষতি ঠিক করা হয়েছে।
ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রকৌশলী, ইঁদুর খনি শ্রমিক এবং অন্যান্য টেকনিশিয়ানদের সহায়তায় আজ সন্ধ্যার মধ্যে ম্যানুয়াল ড্রিলিং কৌশলটি ব্যবহার করা হবে।
হাসনাইন আরও বলেন, ছয় সদস্যের একটি টিম থাকবে যারা তিনজনের গ্রুপে কাজ করবে।
উল্লম্ব এবং ম্যানুয়াল অনুভূমিক খনন দুটি পদ্ধতি যার উপর এই মুহূর্তে উদ্ধার প্রচেষ্টা মনোনিবেশ করা হচ্ছে। সুড়ঙ্গের বারকোট প্রান্ত থেকে অনুভূমিক খননের মতো অন্যান্য বিকল্পগুলির কাজও চলছে। পালানোর পথ প্রস্তুত করার জন্য মোট ৮৬ মিটার উল্লম্বভাবে

খনন করতে হবে। আটকে পড়া শ্রমিকদের কাছে পৌঁছানোর জন্য দ্বিতীয় বিকল্প হিসাবে রবিবার যে টানেলের উপর কাজ শুরু হয়েছিল তার উপরে ১.২ মিটার ব্যাসের পাইপগুলি উল্লম্বভাবে স্থাপন করতে হবে।
এসভিএনএল প্রায় ৩২ মিটার উল্লম্ব খনন কাজ করেছে।
আরভিএনএল আরেকটি পাইপলাইননিয়ে কাজ করছে যা একটি উল্লম্ব 'লাইফলাইন' হয়ে উঠবে এবং এটি ৭৫ মিটার পর্যন্ত প্রবেশ করানো হয়েছে। আনুমানিক গভীরতা প্রায় ৮৬ মিটার।
তিনি আরও বলেন, গত ১২ নভেম্বর থেকে সুড়ঙ্গে আটকা পড়া ৪১ জন শ্রমিককে নিরাপদে উদ্ধারে সরকার পুরোপুরি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। টাইমলাইন সম্পর্কে জানতে চাইলে হাসনাইন বলেন, "উদ্ধার কাজ শেষ করার জন্য কোনও সময়সীমা প্রস্তাব করা খুব কঠিন। সন্ধ্যায় ম্যানুয়াল খনন কাজ শুরু হলে আগামীকাল সকালে আমরা কিছু বলতে পারব। তিনি উল্লেখ করেছেন যে ম্যানুয়াল খনন কিছু বাধার সম্মুখীন হতে পারে। এনডিএমএ সদস্য বলেন, একবার আমরা এগুলি কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হলে অগ্রগতি দ্রুত হবে।

ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস হোল্ডার প্রতিষ্ঠান
DANBIR ACADEMY
দানবীর অ্যাকাডেমি
ভর্তি চলছে
প্রথম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত
শিক্ষাবর্ষ ২০২৪ ● আবাসিক বালক বিভাগ
স্বল্প খরচে সুশিক্ষার একটি আদর্শ পীঠস্থান

দুস্থ, এতিম ছাত্রের জন্য বিশেষ সুযোগ
আপনার সন্তানের সার্বিক উন্নতির জন্য আমাদের ওপর নির্ভর করতে পারেন।
বাড়গড়চুমুক ● শ্যামপুর ● হাওড়া ● পিন-৭১১৩১২
9143076708 9734387558

আল-কুরআন এখন আরও সহজ হলো ● এই প্রথম পড়া এবং শোনা একসাথে
মূল আরাবিসহ সহজ বাংলা অনুবাদ ও সঠিক উচ্চারণ
আল-কুরআন
অনুবাদক : বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ ঐতিহাসিক গোলাম আহমাদ মোর্তজা(রহ:)
বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশিত কুরআনটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য সমূহ
◆ বাংলা অনুবাদে এত সহজ শব্দের ব্যবহার এই প্রথম।
◆ সহজ গদ্যে শুদ্ধ বঙ্গানুবাদ।
◆ সঠিক বাংলা উচ্চারণ
◆ বিশ্ববিখ্যাত দু'জন ক্বারির কণ্ঠে সমগ্র কুরআন শোনার ব্যবস্থা।
◆ পারার শেষে নৈতিক শিক্ষামূলক আরাবি ক্যালিগ্রাফিসহ বঙ্গানুবাদ।
◆ প্রতিটি সুরার বৈশিষ্ট্য, শানে নুযুল, টীকাসহ প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা।

QR কোডসহ
সমগ্র কুরআন এক খণ্ডে ১১৫০৲
দুই খণ্ড একত্রে আকর্ষণীয় গিফ্ট প্যাকসহ ১৪০০৲

গোলাম আহমাদ মোর্তজার গ্রন্থাবলী :
• চেপে রাখা ইতিহাস ৪৫০৲
• সিরাজুদ্দৌলার সত্য ইতিহাস ও রবীন্দ্রনাথ ৩০০৲
• বিভিন্ন চোখে স্বামী বিবেকানন্দ ৩০০৲
• এ এক অন্য ইতিহাস ২৫০৲
• বজ্রকলম ২৫০৲
• বাজেয়াপ্ত ইতিহাস ৯০৲
• ধর্মের সহিংস ইতিহাস ১২০৲
• ইতিহাসের এক বিস্ময়কর অধ্যায় ১১০৲
• পুস্তক সম্রাট ৯০৲
• অনন্য জীবন ১৫০৲
• মুসাফির ১১০৲
• সৃষ্টির বিস্ময় ৭০৲
• জাল হাদীস ও বিশ্বসমাজ ৮০৲
• ৪৮০টি হাদীস ও বিশ্বসমাজ ৮০৲
• এ সত্য গোপন কেন? ৩০৲
• সেরা উপহার ৩০
• রক্তমাখা ছন্দ ৩০৲
• রক্তমাখা ডায়েরী ৩০৲

বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন
বর্ণপরিচয়, বি-৯ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা-৭০০ ০০৭
ফোন-০৩৩-২২৫৭ ০০৪২ ৯৮৩০০১২৯৪৭

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৮ বর্ষ, ৩২০ সংখ্যা, ১১ অগ্রহায়ণ ১৪৩০, ১৩ জমাদিয়াল আউয়াল, ১৪৪৫ হিজরি

চেষ্টা করিতে হইবে

প্রায় শত বৎসর পূর্বে কাজী নজরুল ইসলাম লিখিয়াছেন, ‘আসিতেছে শুভদিন,/ দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা শুধিতে হইবে ঋণ!’ সেই শুভদিন আসা সহজ নহে, তবে তাহা একসময় আসিবে নিশ্চয়ই। গত অর্ধশতকে চারিদিকে বিভিন্ন অবকাঠামো ও প্রযুক্তিগত সুযোগ-সুবিধার বৈভব বাড়িয়াছে; কিন্তু তাহার ভিতরেও উন্নয়নশীল বিশ্বের সাধারণ মানুষের মনে হতাশার চোরাস্রোত বহিয়া যাইতেছে। সমগ্র বিশ্বই এত অস্থিতিশীল ও অস্থির হইয়া উঠিতেছে যে, পৃথিবীবাসী যেন স্বস্তিময় জীবন হইতে ক্রমশ সরিয়া যাইতেছে বহু যোজন দূরে। যদিও কোনো কোনো মনোবিজ্ঞানী মনে করেন, ‘সুখ’ ব্যাপারটা হইল ‘স্টেট অব মাইন্ড’। এই ক্ষেত্রে কোটি টাকার প্রশ্ন তোলা যায়–কতখানি সুখে রহিয়াছে দেশের মানুষ? মহাভারতের একটি অংশ হইতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছিলেন ‘গান্ধারীর আবেদন’ কবিতা। সেইখানে এক জায়গায় যখন আত্মীয়দের হটাইয়া অখণ্ড রাজ্য অর্জন করিয়াছিলেন তখন তাহার পিতা ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন–‘এখন কি হইয়াছ সুখী?’ দুর্যোধন তখন দম্ভ ভরিয়া এই উত্তর দেন–‘সুখ চাহি নাই মহারাজ!/ জয়, জয় চেয়েছিনু, জয়ী আমি আজ।’ অর্থাত্ সুখের দরকার নাই, জয় অর্জনই তাহার লক্ষ্য। সুতরাং বিশ্বের অনেকের নিকট দুর্যোধনের মতো জয়টাই মুখ্য, সুখ নহে। আর এইখানেই যত সংকট, যত নেতিবাচক অভিজ্ঞতা। ইহা সত্য যে, এই পৃথিবীতে মঙ্গলের পাশাপাশি অমঙ্গল থাকিবেই। এই জন্য চৈনিক দার্শনিক কনফুশিয়াস বলিয়াছেন ধৈর্যের কথা। তিনি মনে করিতেন, ধৈর্যের অভাবের কারণে অনেক বড় বড় সম্ভাবনা ধ্বংস হইয়া যায়। বিখ্যাত ফারসি কবি জালালউদ্দিন রুমি মনে করিতেন–ধৈর্য মানে ভবিষ্যেক দেখতে পাওয়া। এই জন্য সর্বশক্তিমান স্রষ্টা যখন মানুষকে সীমাহীন কষ্ট, বালামুসিবত, বাধাবিপত্তির মধ্যে ফেলেন, তখন তিনি দেখিতে চাহেন–ঐ ব্যক্তি ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে সক্ষম কি না। যাহার মধ্যে ধৈর্য নাই, ধরিয়া লইতে হইবে তিনি একজন দুর্বল মনের মানুষ। একইভাবে, যাহার ধৈর্য নাই, তাহার মধ্যে আত্মবিশ্বাস এবং সাহসও নাই। অধৈর্য অস্থিরতা কত বড় ক্ষতি করিতে পারে, তাহার উদাহরণ দেওয়া যায় উপমহাদেশের প্রখ্যাত সাহিত্যিক গুলজারের দেশভাগসংক্রান্ত একটি গল্প হইতে। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় একটি গরিব পাঞ্জাবি পরিবার সদ্যোজাত যমজ বাচ্চা লইয়া ভিড়ে ঠাসা ট্রেনের ছাদে উঠিয়াছেন। ভিড়ের চাপে বাবা-মা খেয়ালই করেন নাই কখন তাহাদের একটি বাচ্চা মারা গিয়াছে। ট্রেন তখন নদী পার হইতেছে, একজন বলিয়া উঠিলেন, সর্দারজি, মরা বাচ্চাকে আর কোলে রাখিয়া লাভ নাই, গুনাহ হইবে, নদীতে ভাসাইয়া দাও। দেশভাগ, দেশত্যাগ, বাচ্চার মৃত্যু–সর্দারজির তখন মাথার ঠিক নাই, তিনি বউয়ের কোল হইতে জোর করিয়া বাচ্চাটিকে টানিয়া লইয়া ছুড়িয়া দিলেন নদীর জলে। রাতের অন্ধকারে একটি বাচ্চার কান্নার কণ্ঠ শোনা গেল। পরক্ষণেই সর্দারজি সন্দিহান হইয়া বউয়ের কোলে হাত দিয়া দেখিলেন–তাহার বউ মরা বাচ্চাটিকে কোলে লইয়া কাঠ হইয়া বসিয়া আছেন। জীবিত বাচ্চাটি তখন নদীর গভীরে। অর্থাত্ তাড়াহুড়া করিতে গিয়া তিনি মৃত বাচ্চার পরিবর্তে জীবিত বাচ্চাটিকেই ট্রেনের জানালা দিয়া বাহিরে ছুড়িয়া ফেলিয়াছেন!

আমরা অনেক ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করিতে গিয়া হীরা ফেলিয়া কাচ তুলিয়া লই হাতে। অমূল্য হীরা হারাই, আর যেই কাচ তুলিয়া লই, তাহাতে হাত কাটে। সুতরাং যাহা করিবার তাহা করিতে হইবে ঠান্ডা মাথায়। ইহার সহিত ভুলিয়া গেলে চলিবে না–একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন আধাসামন্তবাদী সমাজ হইতে আমাদের উত্তরণ ঘটিয়াছে। কোনো অন্ধকারই রাতারাতি দূর হয় না। ইহাও দূর হইতে সময় লইবে। মহান সৃষ্টিকর্তা পবিত্র কুরআনের সুরা নাজম ৩৯ নম্বর আয়াতে বলিয়াছেন–‘মানুষ যাহা চেষ্টা করে, তাহাই সে পায়।’ সুতরাং আমাদের সঠিক কাজটি করিতে হইবে।

ঝিমিয়ে পড়া যুদ্ধে ইউক্রেন যেখানে এগিয়ে

গাজার যুদ্ধের দিকে বিশ্বের মনোযোগ ঘোরার কারণে অনেকে মনে করতে পারেন, ইউক্রেন যুদ্ধ অচলাবস্থায় পরিণত হয়েছে। যারা এরকমটা মনে করছেন, তাদের ভাবনা পুরোপুরি সঠিক নয়। আমরা শুনে আসছি, এই যুদ্ধে ইউক্রেনের জন্য বিশেষ সুবিধাজনক সময় হলো গ্রীষ্মকাল। পালটা আক্রমণের প্রশ্নে এই সময়টা ঘুরে দাঁড়াতে সাহায্য করে ইউক্রেনের সেনাদের। তবে গ্রীষ্ম মৌসুম কিয়েভকে আশানুরূপ বাড়তি সুবিধা এনে দিয়েছে, এমন কোনো দৃশ্যমান প্রমাণ নেই। কোনো ধরনের আঞ্চলিক লাভ হয়নি ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির। অন্যদিকে, বিশেষ সুবিধায় নেই রাশিয়াও। মস্কোকে আহামরি লাভ এনে দিয়েছে গ্রীষ্মকাল–যেমনটা মনে করা হতো, এমন কথাও শোনা যায়নি। চলমান ইউক্রেন যুদ্ধে অচলাবস্থা চলছে–এ কথা একেবারে ফেলে দেওয়ার মতোও নয়। তবে বলে রাখা দরকার, সামরিক পরিভাষায়, যুদ্ধে অচলাবস্থা সব সময় নেতিবাচক নয়! এটা মূলত নির্ভর করে যার যার দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। এই কথার সপক্ষে যুক্তি কী? ভালো করে খেয়াল করলে দেখা যাবে, রাশিয়ার গোলাবারুদের মজুত তড়তড় করে নেমে এসেছিল, এই সময়ে যা পূরণ করে নেওয়ার সুযোগ পেয়েছে মস্কো। ক্ষেপণাস্ত্রের সীমিত সরবরাহ গতিশীল করার ফুরসত পেয়েছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। ইউক্রেনের বেলায়ও চিত্র একই–যুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়ের জন্য এফ-১৬ ফাইটার জেট হাতে পেয়েছে ইউক্রেন। অর্থাত, খালি চোখে মনে হতে পারে যুদ্ধ ঝিমিয়ে পড়েছে, কিন্তু ভেতরে ভেতের থেমে নেই যুদ্ধের মূল কার্যক্রম।

আরকেটা বিষয়ও ঘটেছে এই সময়ের মধ্যে। রাজনৈতিক কিংবা কূটনৈতিক দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে, উদ্ভূত অচলাবস্থা উভয় পক্ষকে নিজ নিজ মিত্র ও অংশীদারদের সঙ্গে পুনঃপুন বসার মহাসুযোগ এনে দিয়েছে। মস্কোর কথাই ধরা যাক। ইসরাইল-হামাস যুদ্ধের প্রভাবকে পুঁজি করে মধ্যপ্রাচ্যে তলে তলে একধরনের জনসংযোগ ঘটিয়েছেন পুতিন।

যুদ্ধে অচলাবস্থা দেখা দিলে রণময়দানের ক্লান্তি আছড়ে পড়ে আরো বেশ কিছু ক্ষেত্রে। ইউক্রেন যুদ্ধে যে ক্লান্তিভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে, তাতে করে আমরা লক্ষ করেছি, ইউক্রেনের পশ্চিমা মিত্রদের মধ্যে এর একধরনের রেশ বয়ে যাচ্ছে। কিয়েভের মিত্র বা অংশীদারেরা একধরনের ক্লান্তি অনুভব করছে।

যাহোক, ইউক্রেন যুদ্ধে অচলাবস্থা নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে মত থাকতে পারে। তবে একটি বিষয়ে কোনো ধরনের দ্বিমত থাকার কথা নয়–যুদ্ধে পানিপথের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে ইউক্রেন বেশ খানিকটা সুবিধাজনক অবস্থানে এসেছে এই ক্ষেত্রে। বলতে হয়, পানিপথে নাটকীয়ভাবে বিকশিত হয়েছে কিয়েভ–বিশেষত কৃষ্ণসাগরে (ব্ল্যাক সি) আধিপত্যের প্রশ্নে। এবারের শীতে কৃষ্ণসাগর ইউক্রেনকে যথেষ্ট কৌশলগত ও রাজনৈতিক সুবিধা জোগাবে বলেই মনে হচ্ছে।

যুদ্ধের শুরু থেকেই কিয়েভ দাবি করে আসছে, কৃষ্ণসাগরে রাশিয়ার মতোয়েন করা ২৭টি যুদ্ধজাহাজ ও জাহাজকে ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস করেছে ইউক্রেনের সেনারা। এর মধ্যে রয়েছে ১১ হাজার টনের ক্রুজার মসকভার মতো জলযান। ক্রুজ মিসাইল বহনে সক্ষম রাশিয়ার কিলো শ্রেণির এই সাবমেরিন গুঁড়িয়ে দেওয়া চাট্টিখানি কথা নয়! কৃষ্ণসাগরে ইউক্রেনের সফল আক্রমণের পর সেভাস্তোপলের রাশিয়ান নৌঘাঁটি আর সেভাবে নিরাপদ থাকার কথা নয়, এটাই সত্য কথা। এর কারণ, কৃষ্ণসাগর নৌবহরের বেশির ভাগ অংশকে রাশিয়ার মূল ভূখণ্ডের নভোরোসিয়েস্ক বন্দরে স্থানান্তরিত করতে বাধ্য হয়েছে মস্কো। বাকি যে কিলো শ্রেণির সাবমেরিনগুলো এখনো অবস্থান করছে এই অঞ্চলে, সেগুলোও নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া রাশিয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, এ ধরনের ব্যয়বহুল ও দুষ্প্রাপ্য জাহাজ হারানোর ভার বহনের মতো অবস্থায় নেই ক্রেমলিন।

এই শীতে সম্ভবত আমরা আবারও দেখব, ইউক্রেনের জ্বালানি অবকাঠামো ধসিয়ে দেওয়ার মরিয়া চেষ্টা চালাবে মস্কো। গত বছর এটাই লক্ষ করা গেছে বেশি করে।

যুদ্ধের শুরু থেকেই কিয়েভ দাবি করে আসছে, কৃষ্ণসাগরে রাশিয়ার মতোয়েন করা ২৭টি যুদ্ধজাহাজ ও জাহাজকে ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস করেছে ইউক্রেনের সেনারা। এর মধ্যে রয়েছে ১১ হাজার টনের ক্রুজার মসকভার মতো জলযান। ক্রুজ মিসাইল বহনে সক্ষম রাশিয়ার কিলো শ্রেণির এই সাবমেরিন গুঁড়িয়ে দেওয়া চাট্টিখানি কথা নয়!

এই কৌশলের অংশ হিসেবে কৃষ্ণসাগর থেকে উেক্ষপণ করা কালিব্র ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র বিশেষ সুবিধা এনে দিয়েছিল পুতিনকে। তবে এবার সেটা ঘটবে বলে মনে হয় না। কারণ, কৃষ্ণসাগর থেকে অবশিষ্ট শক্তিশালী ক্ষেপণাস্ত্রগুলোও সরিয়ে নিতে বাধ্য হবে রাশিয়া–যেমনটা বলা হয়েছে আগেই। এর ফলে কৃষ্ণসাগর ঘিরে মস্কোর কৌশলগত সুবিধা যেমন হ্রাস পাবে, তেমনিভাবে কিয়েভের জন্য তা এনে দেবে বাড়তি সুবিধা। এমনকি এর ফলে উভয় পক্ষের বিকল্প কৌশলগত সুবিধার ওপরও প্রভাব পড়বে। অর্থাত্, সহজ হিসাব হলো, কৃষ্ণসাগরে ইউক্রেনের সফলতার মুখে রাশিয়ার যুদ্ধজাহাজ, শিপইয়ার্ড, কমান্ড সেন্টার ও বিমান প্রতিরক্ষা সাইটগুলো তীব্র অসুবিধার মুখে পড়তে পারে। এমনকি এর স্পষ্ট প্রভাব লক্ষ করা যেতে পারে কৃষ্ণসাগরের বাইরেও।

কৃষ্ণসাগর নিয়ে এত কথা বলা হচ্ছে কেন? বর্তমান চিত্র হলো, ইউক্রেনের মাটিতে যুদ্ধ কিছুটা ঝিমিয়ে পড়ার কারণে আগামী দিনগুলোতে পরিস্থিতি ঘুরপাক খাবে কৃষ্ণসাগরকে কেন্দ্র করে। তাছাড়া রাশিয়া ও ইউক্রেনই শুধু নয়, স্থলযুদ্ধে চলমান একধরনের অচলবস্থার কারণে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে মিত্র দেশগুলোও। এক্ষেত্রে কৃষ্ণসাগরে আধিপত্য ধরে রাখতে পারাটাই হয়ে উঠবে ট্রাম্প কার্ড। আমরা লক্ষ করেছি, ইউক্রেনের বেশ কিছু অভিযানে–বিশেষ করে ক্রিমিয়া প্রশ্ন–রাশিয়ার দুর্বলতা সামনে এসেছে। এর গভীর তাত্পর্য রয়েছে বইকি। যদিও শিগিগরই উপদ্বীপটিকে পুনরুদ্ধার করার মতো অবস্থায় নেই কিয়েভ। তবে রাশিয়ার ভেতরে যে এ নিয়ে কাঁপুনি ধরেছে, তা বলাই বাহুল্য। ক্রিমিয়ার কার্চ ব্রিজে–যা কিনা প্রেসিডেন্ট পুতিনের স্বপ্নের প্রজেক্ট–ইউক্রেন সেনাদের পর পর দুটি সফল হামলা পুতিনকে বেশ বেকায়দায় ফেলে দেয়। অর্থাত্, নিশ্চিত করে বলা যায়, কৃষ্ণসাগরে মস্কোর আধিপত্য কমে গেলে তার সরাসরি প্রভাব পড়বে ক্রিমিয়ার ওপর। সেক্ষেত্রে এই অঞ্চলের প্রতিরক্ষা বাড়ানোর দিকে মনোযোগ দিতে বাধ্য হবেন পুতিন, যার সুযোগ নিয়ে জেলেনস্কি হাত দিতে পারবেন অন্য ফ্রন্টের লড়াইয়ের দিকে। এভাবে সামনের দিনগুলোতে কৃষ্ণসাগর সামগ্রিক রণকৌশলকে প্রভাবিত করবে ব্যাপকভাবে, যা নিয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

বিমা চুক্তির (ইন্স্যুরেন্স ডিল) কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। কৃষ্ণসাগরের উত্তর-পশ্চিম তথা ইউক্রেনের প্রধান বাণিজ্য রুট থেকে রাশিয়ার নৌশক্তির স্থানান্তর কিয়েভের জন্য বেশ স্বস্তিদায়ক। ইউক্রেনকে অবরোধের জালে আটকে ফেলার রাশিয়ার যে প্রচেষ্টা, এর মধ্য দিয়ে তা খর্ব হবে ব্যাপকভাবে। ভলোদিমির জেলেনস্কি যেমনটা বলেছেন, ‘কৃষ্ণসাগরকে কবজা করে বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলকে অস্থিতিশীল করার যে প্ল্যান করে বসে আছে রাশিয়া, সেই সুযোগ আর পাবে না মস্কো।’

অনেকে লক্ষ করেছেন, গত ৯ নভেম্বর কৃষ্ণসাগরে লাইবেরিয়ার একটি বেসামরিক জাহাজ আঘাতপ্রাপ্ত হয় রুশ ক্ষেপণাস্ত্রের হামলায়। ওডেসা অঞ্চলের বন্দরে সংঘটিত ঐ হামলায় এক জন নিহত ও চার জন আহত হয়।

এক্ষেত্রে ইউক্রেনের জন্য বিবেচনার বিষয় হলো ‘বিমা ইস্যু’। উল্লেখ করার বিষয়, অবরোধ কেবল তখনই বিশেষভাবে কাজে দেয়, যখন জাহাজ অপারেটর ও বিমাকারীরা বড় ধরনের অপারেশনাল কিংবা আর্থিক ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যান। এদিক থেকে বলতে হয়, কিয়েভের জন্য এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলো–বিশ্বব্যাপী শিপিং সেক্টরগুলোকে ইউক্রেনের প্রতি আস্থা বাড়াতে কাজ করা। কৃষ্ণসাগরে রাশিয়ার নৌ শক্তিমত্তা কমে আসার ফলে এই কাজ অনেকটাই সহজ হয়ে এসেছে ইউক্রেনের জন্য। এখন রাশিয়ান নৌবাহিনীর দ্বারা সৃষ্ট হুমকি হ্রাসের পাশাপাশি সামুদ্রিক বাণিজ্যকে স্বাভাবিক করার কাজে হাত দিতে হবে জেলেনস্কিকে। লাইবেরিয়ান পতাকাবাহী জাহাজের সঙ্গে যা ঘটেছে, তা ভুলে গিয়ে বিশ্বের নতুন নতুন দেশ ও শিপ কোম্পানির সঙ্গে বিমা চুক্তি বাড়াতে হবে। এটা বেশ ভালোমতোই সম্ভব। কারণ, উক্ত হামলার ঘটনার পরও ১৪টি ব্রিটিশ বিমাকারীর সঙ্গে কিয়েভকে বিমা চুক্তি চূড়ান্ত করতে সক্ষম হতে দেখেছি আমরা। আগামী দিনগুলোতে বেশি পরিমাণে বিমাচুক্তি করতে পারলে তা কৃষ্ণসাগর করিডরকে রপ্তানিকারকদের কাছে আরো সহজ প্রবেশযোগ্য করে তুলবে। যত বেশি জাহাজ ইউক্রেনের ভেতরে বা বাইরে পণ্য স্থানান্তর করতে সক্ষম হবে, তত বেশি সুবিধা পাবে কিয়েভ। এর মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হবে, ইউক্রেনের বাণিজ্য ক্ষমতা রুদ্ধ করার যে প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে রাশিয়া, তা মুখ থুবড়ে পড়েছে পুরোপুরিভাবে। ওপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, ইউক্রেন যুদ্ধে স্থলে আপাতত কিছুটা অচলাবস্থা চলছে বটে, কিন্তু সমুদ্রে বেশ ভালো অবস্থান তৈরি করেছে ইউক্রেন। বিশ্বের অন্যতম বাণিজ্য রুট কৃষ্ণসাগরই ইউক্রেন যুদ্ধে চূড়ান্ত ব্যবধান গড়ে দেয় কি না, কে বলতে পারে!

লেখক: ল্যাংকাস্টার ইউনিভার্সিটির রাজনীতি, দর্শন ও ধর্ম বিভাগের আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার অধ্যাপক

দ্য কনভারসেশান থেকে অনুবাদ:

ইসলামবিদ্বেষী ভিল্ডার্সের জয়, ইউরোপ কেন অতি ডানে হেলছে

ডেভিড পল গোল্ডম্যান

নেদারল্যান্ডসে গত সপ্তাহে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে অতি ডানপন্থী নেতা খেয়ার্ট ভিল্ডার্সের চমকে দেওয়া বিজয় ইউরোপীয় রাজনীতিতে একটি উত্থান-পতনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। তবে তাঁর এই জয়ের পেছনে দুটি ঘটনার ‘উসকানি’ আছে। প্রথমটি হলো, ৭ অক্টোবরের পর হামাসের সমর্থনে নেদারল্যান্ডসসহ ইউরোপজুড়ে মুসলমান অভিবাসীদের গণবিক্ষোভ। এই গণবিক্ষোভের মধ্যে একধরনের জয়ের উন্মাদনা ছিল, যা সংখ্যালঘুদের মধ্যে ভবিষ্যতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার আশাকে জাগ্রত করতে পারে।

বর্তমানে ইউরোপের সবচেয়ে আলোচিত ইস্যু হলো সেখানে অনিয়ন্ত্রিতভাবে গণহারে আছড়ে পড়া অভিবাসী। এর মধ্যে হামাসের সমর্থনে অভিবাসীদের মিছিল পশ্চিমা নাগরিকদের মধ্যে চিন্তা বাড়িয়েছে। মূলধারার দলগুলো অনিয়ন্ত্রিত অভিবাসনকে গোটা মহাদেশের অন্যতম সমস্যা হিসেবে ঘোষণা দিতে ব্যর্থ হয়েছে–এই বিষয়টিকে ভিল্ডার্সের দল ভোটারদের বোঝাতে সমর্থ হয়েছে। কয়েক মাস আগেও অভিবাসন ইস্যুকে শুধু রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে দেখা হতো। কিন্তু হামাসের সমর্থনে অভিবাসীরা মিছিল করার পর ইউরোপের জনসাধারণের উদ্বেগ বেড়েছে। এর ফলে অভিবাসনবিরোধিতা ও মুসলিমবিদ্বেষের জন্য পরিচিতি পাওয়া ভিল্ডার্সের জনপ্রিয়তা বেড়ে যায়।

দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, ইউক্রেন যুদ্ধের প্রতি ইউরোপিয়ান নাগরিকদের আগ্রহ হারিয়ে ফেলা (যে যুদ্ধে ইউক্রেন দৃশ্যত হারতে চলেছে)।

চরমপন্থী হিসেবে দীর্ঘকাল ধরে উপহাসের খোরাক হওয়া ইউরোপের ডানপন্থী দলগুলো এখন প্রথাগত প্রজ্ঞাসম্পন্ন লোকদের শেষ ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে। তাঁদের জাতীয়তাবাদের সঙ্গে মারি লো পেনের চেয়ে শার্ল দো গলের আদর্শের বেশি মিল রয়েছে। অভিবাসন, রাশিয়া, চীন এবং যুক্তরাষ্ট্র ইস্যুতে তাদের মতামত যুক্তিযুক্ত ও বিবেচনাপ্রসূত মনে করা হয়।

হাঙ্গেরির প্রধানমন্ত্রী ভিক্তর ওরবান (যিনি নিজেকে প্রয়াত জার্মান চ্যান্সেলর হেলমুট কোহলের মতো একজন খ্রিষ্টান ডেমোক্র্যাট হিসেবে বর্ণনা করে থাকেন) নতুন ইউরোপীয় অধিকারের একজন আদর্শ-বাহক। হামাসের হামলার পর তাঁর জনপ্রিয়তা বেড়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি ইউরোপীয় দেশে সম্ভাব্য বেশ কয়েকজন নেতাও উঠে আসছেন।

ভিল্ডার্স নিশ্চিতভাবে জাতিকে তাঁর দেশের মুসলমানদের সমস্যা হিসেবে দেখিয়েছেন। তিনি পর্যায়ক্রমে তাঁর দেশে কোরআন নিষিদ্ধ করার এবং মসজিদ বন্ধ করে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন। এগুলো যতটা না তাঁর নীতিগত বক্তব্য, তার চেয়ে বেশি রাজনৈতিক বাগাড়ম্বর। তবে বৈধ হোক আর অবৈধ হোক, অভিবাসনই আসলে ইউরোপীয় সমাজের চরিত্র পরিবর্তন করছে।

আনুষ্ঠানিকভাবে বলা হয়ে থাকে, ফ্রান্স, ব্রিটেন এবং জার্মানির জনসংখ্যার প্রায় ৭ শতাংশ মুসলমান অভিবাসী। কিন্তু প্রকৃত সংখ্যা আরও বেশি। ২০১৭ সালে পিউ রিসার্চ ইনস্টিটিউট গবেষণা চালানোর পর বলেছে, ফ্রান্সের বাসিন্দাদের ৮ দশমিক ৮ শতাংশ মুসলমান এবং ২০৫০ সাল নাগাদ এই সংখ্যা ১৮ শতাংশে উন্নীত হবে। জার্মানির হামবুর্গ শহরের সমস্ত স্কুলছাত্রের অর্ধেকের বেশি অভিবাসী পরিবারের। এসব জরিপ, ইউরোপিয়ান নাগরিকদের চিন্তিত করছে।

৭ অক্টোবরের হামাসের হামলার আগে ভিল্ডার্স মোট ভোটের মাত্র ১০ শতাংশ পেয়েছিলেন। কিন্তু বেশির ভাগ প্রধান ইউরোপীয় শহরে হামাসের সমর্থনে ইউরোপীয় মুসলিমরা ব্যাপক বিক্ষোভ করার পর তিনি ৩৫ শতাংশ আসন জেতেন।

ইউ ডট গভ নামের একটি জরিপে দেখা গেছে, ৭ অক্টোবর হামাসের হামলার পর ৫৯ শতাংশ জার্মান তাঁদের দেশে ব্যাপক সন্ত্রাসী হামলার আশঙ্কা করছেন। জরিপে দেখা গেছে, মাত্র ২৭ শতাংশ জার্মান ভাবছেন সন্ত্রাসী হামলার আশঙ্কা নেই। ইউরোপের ডানপন্থীরা সফলভাবেই সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে এই সন্দেহ ঢুকিয়ে দিতে পেরেছেন যে ইউরোপে অভিবাসী হয়ে আসা মুসলমানরা ইউরোপীয়দের জন্য হুমকি হয়ে উঠবে। এই ধারণা যত বেশি ছড়াচ্ছে, ততই ডানপন্থী দলগুলো জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এরই ধারাবাহিকতায় নেদারল্যান্ডসে অতি দক্ষিণপন্থীদের জয় হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, এই ধারা অব্যাহত থাকবে এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশেও মুসলিমবিরোধী দলগুলো জয়ী হবে। এটি মুসলমান অভিবাসীদের জন্য নিশ্চিতভাবে দুশ্চিন্তার বিষয়।

এশিয়া টাইমস থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষেপিত আকারে অনূদিত

ডেভিড পল গোল্ডম্যান আমেরিকান অর্থনৈতিক কৌশলবিদ ও লেখক

প্রথম নজর

যুক্তরাষ্ট্রে ফিলিস্তিনি তিন শিক্ষার্থীকে গুলি

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে ৩ ফিলিস্তিনি শিক্ষার্থীকে গুলি করা হয়েছে। এতে তারা গুরুতর আহত হয়েছেন। দেশটির উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় ভার্মন্ট অঙ্গরাজ্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্যাম্পাসের কাছেই এই হামলার ঘটনা ঘটে। সোমবার ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, গত শনিবার যুক্তরাষ্ট্রের ভার্মন্টে গুলিবিদ্ধ তিন ফিলিস্তিনি ছাত্রের পরিবার এই হামলাকে ঘৃণামূলক অপরাধ হিসেবে তদন্ত করার জন্য পুলিশের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। গুলিবিদ্ধ তিন শিক্ষার্থীর নাম হিশাম আওয়ারতানি, তাহসিন আহমেদ এবং কিন্নান আবদালহামিদ।

বার্লিংটন পুলিশ জানিয়েছে, ইউনিভার্সিটি অব ভার্মন্ট ক্যাম্পাসের কাছে তাদেরকে গুলি করা হয়।

হামলার ঘটনার পর কর্মকর্তারা হামলার সম্ভাব্য উদ্দেশ্য খুঁজে বের করতে তদন্ত করছেন। তারা বলছেন, হামলার সময় তারা ঐতিহ্যবাহী স্কার্ফ কেফিয়েহ পরা ছিলেন এবং আরবি ভাষায় কথা বলছিলেন। সন্দেহভাজন হামলাকারীকে খুঁজছে পুলিশ।

অস্ট্রেলিয়ায় ১০৯ পরিবেশকর্মী গ্রেফতার

আপনজন ডেস্ক: অস্ট্রেলিয়ার জীবাশ্ম জ্বালানি-নির্ভরতার প্রতিবাদ নির্ধারিত সময়ের পরও চালিয়ে যাওয়ায় ১০৯ জন পরিবেশকর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। নিউক্যাসল বন্দরে যান চলাচল পুরোপুরি বন্ধ করেছিলেন তারা।

সোমবার বন্দর কর্তৃপক্ষ পরিবেশকর্মীদের ৩০ ঘণ্টাব্যাপী বিক্ষোভ করার অনুমতি দেয়। কিন্তু বিক্ষোভ সেই সময়-সীমা ছাড়িয়ে গেলে ১০৯ জনকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তার করা ব্যক্তিদের মধ্যে পাঁচজন অপ্রাপ্তবয়স্কসহ এবং ৯৭ বছর বয়সি এক পাদ্রিও রয়েছেন। ছোট ছোট কায়াকে চেপে প্রতিবাদীরা গত সপ্তাহান্তে অস্ট্রেলিয়ার বৃহত্তম বন্দর পোর্ট অব নিউক্যাসলকে স্তব্ধ করে দেন।

এই বিক্ষোভের আয়োজক সংস্থা রাইজিং টাইড জানায়, অস্ট্রেলিয়ার বাড়ন্ত জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতার বিরুদ্ধেই এই কর্মসূচি। একটি বিবৃতিতে রাইজিং টাইড জানায়, 'সর্বনাশা পরিবেশ দুর্যোগ থেকে বাঁচতে বিজ্ঞানীরা বারবার মনে করাচ্ছেন জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার অবিলম্বে বন্ধ করতে। সেকারণেই আমরা গ্রেপ্তারের ঝুঁকি নিয়েছি।' প্রতিবাদী এই গোষ্ঠীর সঙ্গে রয়েছেন নিউক্যাসলের কিছু স্থানীয় বাসিন্দারাও।

গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে রয়েছেন ৯৭ বছর বয়সি পাদ্রী অ্যালান স্টুয়ার্ট, যিনি তার 'নাতি-নাতনি ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য' প্রতিবাদে অংশগ্রহণ করছেন বলে জানান। অ্যালান চান না ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এমন বিশ্ব রেখে যেতে যেখানে 'ঘন ঘন ও গুরুতর পরিবেশ বিপর্যয়ের' ঝুঁকি বাস্তবে পরিণত হবে।

২০১৬ সাল থেকে প্রতি বছর এই প্রতিবাদ সংগঠিত হয়ে আসছে। এখান থেকেই উঠেছে নতুন কয়লা প্রকল্প বন্ধের দাবি, উঠেছে কয়লা রপ্তানির লাভে নতুন কর বসানোর দাবিও।

অস্ট্রেলিয়ার একাধিক রাজ্যে পরিবেশ কর্মী ও প্রতিবাদীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, যার নিন্দা জানিয়েছে বিভিন্ন নাগরিক অধিকার গোষ্ঠী ও জাতিসংঘও।

অস্ট্রেলিয়া ইতিমধ্যেই বিশ্বের অন্যতম বড় কয়লা প্রস্তুতকারী রাষ্ট্রের স্থানে। প্রতিবাদের মধ্যেই আরও নতুন কয়লা, খনিজ তেল ও গ্যাসভিত্তিক প্রকল্পের পরিকল্পনা করছে দেশটির সরকার।

গাজায় স্থায়ী যুদ্ধবিরতির দাবি, ইউরোপজুড়ে বিক্ষোভ

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে যুদ্ধ শুরুর ৫০ দিন পার হয়েছে। এ সময়ে ইসরায়েলি হামলায় ১৫ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি মারা গেছে, যার মধ্যে অর্ধেকের বেশি শিশু ও নারী। এরই মধ্যে গাজায় চার দিনের যুদ্ধবিরতির শেষ দিন অতিবাহিত হচ্ছে আজ। এ সময়ে নিজেদের বিধ্বস্ত বাড়ি-ঘরে ফিরছেন অনেক ফিলিস্তিনি।

সমঝোতা চুক্তি অনুসারে ১৫০ ফিলিস্তিনিকে মুক্তির বদলে হামাসের কাছে জিম্মি ৫০ জনকে মুক্তি দেওয়ার কথা রয়েছে। এরই মধ্যে ইসরায়েল ৩৯ ফিলিস্তিনিকে এবং হামাস ১৭ জিম্মিকে মুক্তি দেওয়ার মাধ্যমে বন্দিবিনিময় কর্মসূচিও পালিত হয়েছে।

এবার গাজাসহ ফিলিস্তিনের ওপর থেকে অবরোধ তুলে নেওয়া এবং স্থায়ী যুদ্ধবিরতির দাবিতে ব্রিটেন, ইতালি, নেদারল্যান্ডস, কানাডা, জার্মানি, সুইজারল্যান্ড, ফ্রান্স, সুইডেনসহ বিশ্বের বিভিন্ন শহরে বিক্ষোভ মিছিল হয়েছে। যুদ্ধ শুরুর পর থেকে দেড় মাসের বেশি সময় ধরে যুক্তরাজ্যের লন্ডনসহ বিভিন্ন শহরে ধারাবাহিক প্রতিবাদ সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল চলছে।

গত শনিবার লন্ডনে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভে স্থায়ী যুদ্ধবিরতির দাবিতে অংশ নেয় অন্তত তিন লাখ মানুষ। বিক্ষোভে অংশ নেওয়া যুদ্ধবিরোধীকর্মী ক্যাট হুডসন বলেন, 'গাজায় স্থায়ী যুদ্ধবিরতির জন্য আমাদের সমর্থন প্রয়োজন। এখন একটা বিরতি চলছে, যা খুবই প্রশংসনীয়। তবে এই সমস্যার সমাধান করা দরকার, যেন ফিলিস্তিনিরা জাতিসংঘের নির্দেশনা অনুসারে রাজনৈতিক মীমাংসায় যেতে পেরে।'

অবশ্য এন্টি-সেমিটিজম ও ঘৃণ্যবাদ ছড়ানোর অভিযোগে গত এক মাসে ১২০ জনের বেশি বিক্ষোভকারীকে আটক করেছে লন্ডনের মেট্রোপলিটন পুলিশ।

এদিকে গাজায় স্থায়ী যুদ্ধবিরতির জন্য কানাডায় অনুষ্ঠিত বিক্ষোভে অংশ নেয় মুসলিম, খ্রিস্টান, ইহুদিসহ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা। গত শনিবার কানাডার রাজধানী অটোয়ায় ফিলিস্তিনের পতাকা নিয়ে স্লোগান দিয়ে স্থায়ী যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানাতে থাকে বিক্ষোভকারীরা। তারা প্রায় তিন লাখ স্বাক্ষর সংগ্রহের পাশাপাশি অনলাইন ভোট গ্রহণ করে সংসদ সদস্যদের কাছে পেশ করে এবং প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোকে ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে যুদ্ধবিরতির পক্ষে পদক্ষেপ নিতে বলেন।

গাজায় চার দিনের যুদ্ধবিরতিতে ত্রাণ সহায়তা কার্যক্রম বেড়েছে। ফিলিস্তিনি রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির তথ্য অনুসারে, গাজায় যুদ্ধ শুরুর পর প্রথমবার রাফাহ ক্রসিং দিয়ে খাবারভর্তি ১৯৬টি ট্রাক প্রবেশ করেছে। তা ছাড়া গত ২১ অক্টোবর থেকে প্রায় এক হাজার ৭৫৯টি ট্রাক গাজায় প্রবেশ করেছে।

দেড় মাস পর গাজায় প্রাণের স্পন্দন, বন্দিমুক্তিতে উল্লাস

আপনজন ডেস্ক: দেড় মাসের বেশি সময়ের টানা বিধ্বংসী ইসরায়েলি হামলার পর গাজা উপত্যকা গতকাল রবিবার তৃতীয় দিনের মতো শান্ত ছিল।

যুদ্ধবিরতির শর্ত অনুযায়ী গতকাল তৃতীয় দফা জিম্মি ও বন্দি মুক্তি হওয়ার কথা। অন্যদিকে গাজায় বোমারু বিমানের ধ্বংসলীলা আপাতত বন্ধ থাকলেও ফিলিস্তিনি অধ্যুষিত অন্য অঞ্চল অধিকৃত পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি সেনাদের রক্তাক্ত অভিযান চলছে। জেনিন শহরসহ বিভিন্ন স্থানে অন্তত আট ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে গতকাল।

মূলত কাতারের মধ্যস্থতায় হওয়া চার দিনের যুদ্ধবিরতি চুক্তির অংশ হিসেবে শুক্রবার থেকে প্রথম দুই দিনে ২৬ নারী ও শিশু ইসরায়েলি জিম্মিকে মুক্তি দিয়েছে হামাস। এর বিনিময়ে ৭৮ ফিলিস্তিনি কারাবন্দিকে ছেড়ে দিয়েছে ইসরায়েল। যদিও ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ত্রাণসংক্রান্ত চুক্তির ধারা লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলে শনিবার জিম্মিমুক্তি বিলম্বিত করেছিল হামাস। যুদ্ধবিরতিতে জরুরি প্রয়োজনীয় জ্বালানি, চিকিৎসাসামগ্রী, খাদ্য সহায়তার ত্রাণ সংগ্রহ করছে গাজাবাসী।

মৃত্যু উপত্যকায় কিছুটা হলেও ফিরেছে প্রাণের স্পন্দন। গতকাল গাজার অনেক বাসিন্দাকে ত্রাণের জন্য লাইনে দাঁড়াতে দেখা যায়। গতকাল গাজায় এক লাখ ২৯ হাজার লিটার জ্বালানি সরবরাহ করা হয়েছে বলে জাতিসংঘ নিশ্চিত করেছে। এ ছাড়া এদিন উত্তর গাজায় ত্রাণবাহী ৬১ ট্রাক গেছে।

৭ অক্টোবর ইসরায়েলি হামলা শুরুর পর গতকালই উত্তর গাজায় সর্বাধিকসংখ্যক ত্রাণের ট্রাক গেছে। গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে নজিরবিহীন হামলা চালায় হামাস। এতে সেনাসহ এক হাজার ২০০ জন নিহত হয়। ২৪০ জন ইসরায়েলি ও বিদেশিকে জিম্মিও করে হামাস। এর জবাবে গাজায় ব্যাপক হামলা শুরু করে ইসরায়েল।

প্রতিশোধমূলক হামলায় গাজায় এ পর্যন্ত প্রায় ১৫ হাজার বেসামরিক মানুষ প্রাণ হারিয়েছে, যার প্রায় অর্ধেকই শিশু।

চার দিন গেলে কী হবে

এখন অনেকের মনে প্রশ্ন, আজ যুদ্ধবিরতির চতুর্থ দিনটি পেরনোর পর কী ঘটবে। ইসরায়েলি কর্মকর্তারা বলেছেন, হামাসের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধ শেষ হয়নি। এটি স্থায়ী যুদ্ধবিরতি নয়।

ইসরায়েলে সরকার ইঙ্গিত দিয়েছে, তারা মূল চুক্তির বাইরে প্রতি ১০ জিম্মিকে মুক্তি দেওয়ার জন্য একটি বাড়তি দিন যুদ্ধবিরতি দিতে পারে। হামাস এ বিষয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি। গাজায় গতকাল বিকেল পর্যন্ত দুই শর বেশি জিম্মি ছিল।

এটি ইসরায়েলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে হামাসের জন্য বাড়তি সুবিধা। ইসরায়েলের আশঙ্কা যুদ্ধবিরতি বাড়ালে তা হামাসকে আবার সংগঠিত হওয়ার সুযোগ দিতে পারে।

একই সঙ্গে জিম্মিদের চলমান মুক্তিপ্রক্রিয়া সফল হলে নেতানিয়াহু সরকার আরো জিম্মির মুক্তির ব্যবস্থা করতে আলোচনার জন্য দেশবাসীর নতুন চাপের মুখে পড়তে পারে।

ফিলিস্তিনি কৃষকদের জমি দখল ও ফসল চুরি করছে ইসরায়েলিরা

আপনজন ডেস্ক: বহু বছর ধরেই অধিকৃত পশ্চিম তীরে অনুপ্রবেশ ও ফিলিস্তিনি বাসিন্দাদের ওপর সহিংসতা ও হামলা চালিয়ে আসছে ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারীরা। তবে গত ৭ অক্টোবর হামাস ও ইসরায়েলের যুদ্ধ শুরুর পর থেকে ভয়াবহভাবে বেড়েছে সহিংসতার পরিমাণ। সাম্প্রতিক এ সময়ে পশ্চিম তীরে বসবাসরত ফিলিস্তিনিদের জমি ও বসতবাড়ি ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারীরা দখল করছে বলে অভিযোগ করছেন পশ্চিম তীরের কৃষকেরা। সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা জানিয়েছে, প্রায় প্রতিদিনই বাড়িঘর এবং জমি দখল হওয়ার ভয় ও আতঙ্ক নিয়ে বাস করছেন অধিকৃত পশ্চিম তীরের কৃষকরা। সহিংসতার মুখোমুখিও হচ্ছে তারা।

ইসরায়েলিরা বন্দুক নিয়ে এসে জোর করে ফিলিস্তিনিদের ফসল নিয়ে যায়, দখল করে জমি। এমন ঘটনা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

এদিকে পশ্চিম তীরের ফিলিস্তিনিদের এই সংকটের মধ্যে নতুন করে যোগ হয়েছে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর হামলা। গত এক সপ্তাহে সেখানে ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় ১০ জন নিহত এবং ২০ জন আহত হয়েছে।

ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ৭ অক্টোবর থেকে হামাসের সঙ্গে ইসরায়েলের যুদ্ধ শুরুর পর অধিকৃত পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি বাহিনীর হাতে কমপক্ষে ২৩৭ ফিলিস্তিনি নিহত এবং প্রায় ২,৮৫০ জন আহত হয়েছে।

কৃষক আয়মান আসাদ (৪৫) এবং তার পরিবার তাদের বাড়ি থেকে মাত্র ২ কিমি দূরে স্পষ্টভাবে হামলার শব্দ শুনতে পাচ্ছেন। এটি তার স্ত্রী এবং পাঁচ সন্তানের জন্য একটি দুঃস্বপ্ন। তিনি বলেন, 'শিশুরা ক্রমাগত ভয় পায় এবং তারা বাইরে খেলতে পারে না। এটি খুব বিপজ্জনক।'

আসাদ বলেন, 'আমরা শরণার্থী শিবিরে হামলা, বিস্ফোরণ এবং গুলির শব্দ শুনতে পাচ্ছি। ছেলেমেয়েরা আর স্কুলে যাচ্ছে না, কারণ তারা যেতে চাইলেও পথ বন্ধ করে দিয়েছে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী। সব ক্লাস অনলাইন হয়ে গেছে। এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় উদ্বেগের বিষয় হলো তার মুরগির খামার। সেখানে ইসরায়েলি বসতিস্থাপনকারীরা আক্রমণ করবে। আমি ভীত যে আমার জমি চুরি হয়ে যাবে।'

ফিলিস্তিনের কৃষকরা জলপাই, জলপাই তেল এবং প্রচুর পরিমাণে শাকসবজি উৎপাদন করে। এটি অনেক দূরে রফতানি হয়। জলপাই গাছ ফিলিস্তিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক।

জেদ্দার স্কুলে কৃতীর তালিকায় বাঙালি কন্যা

সৌদি আরবের জেদ্দা ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের আরবি হস্তাক্ষরের প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে পশ্চিমবাংলার উত্তর ২৪ পরগনার ভূমিপুত্র মক্কার ক্লক টাওয়ার হোটেলের চিফ সেখ হাকিমুল ইসলামের কন্যা জুমানা হাকিম।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

কর্মজীবী ও অভিবাসীদের নতুন যে সুযোগ দিল সৌদি আরব

আপনজন ডেস্ক: সৌদি আরবে অবস্থানরত কর্মজীবী ও অভিবাসীদের জন্য নতুন সুযোগ চালু করেছে দেশটির সরকার। এখন থেকে সৌদি আরবের বেসরকারি খাতের কর্মীরা একসঙ্গে দুটি চাকরি করতে পারবেন।

রোববার (২৬ নভেম্বর) সংবাদমাধ্যম গাল্ফ নিউজের প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়। দেশটির মানবসম্পদ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, তিন কোটি ২২ লাখ বাসিন্দার দেশ সেদি আরবে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিদেশি ও অভিবাসী কর্মী রয়েছে। এদের মধ্যে বেসরকারি খাতের কর্মজীবীরা একসঙ্গে দুটি চাকরি করতে পারবেন। এক্ষেত্রে আইনগতভাবে চুক্তিপত্র অনুযায়ী কর্মীদের সব সুবিধা নিশ্চিত করা হবে।

এর আগে দেশটিতে একই সঙ্গে একাধিক কাজ করার ক্ষেত্রে যে নিষেধাজ্ঞা ছিল, তা আর কার্যকর থাকছে না বলেও জানানো হয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে চাকরির বাজার ঢেলে সাজাচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের এই দেশটি। ফলে চাকরির বাজারকে আরও প্রতিযোগিতামূলক ও আকর্ষণীয় করে তোলার নানা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে দেশটি। বেসরকারি খাতের পৃষ্ঠপোষকতা বাড়াতে ব্যাপক সংস্কার কর্মসূচিও আনা হচ্ছে।

'বুকার পুরস্কার' জিতলেন আইরিশ লেখক লিঞ্চ

আপনজন ডেস্ক: চলতি বছর সম্মানজনক বুকার পুরস্কার জিতেছেন আইরিশ লেখক পল লিঞ্চ। তার 'প্রফেট সং' উপন্যাসের জন্য এই পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। সোমবার (২৭ নভেম্বর) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স। 'প্রফেট সং' হলো লিঞ্চের পঞ্চম উপন্যাস। এই উপন্যাসে তিনি ভবিষ্যতের এক কাল্পনিক টোলাটেরিয়ান বা সর্বগ্রাসী সমাজের ভয়ঙ্কর অবিচারের ছবি সামনে এনেছেন। সেই, সমাজে এক নারী তার পরিবারকে বাঁচানোর জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৩৩মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৪.৫৬ মি.

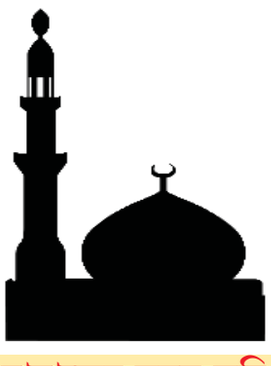

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৩৩	৫.৫৯
যোহর	১১.২৯	
আসর	৩.১৫	
মাগরিব	৪.৫৬	
এশা	৬.১০	
তাহাজ্জুদ	১০.৪৫	

ঝড়ে বিপর্যস্ত রাশিয়া-ইউক্রেন, ১৯ লাখ মানুষ বিদ্যুৎহীন

আপনজন ডেস্ক: রাশিয়া জানিয়েছে, ঘূর্ণিঝড়ের বাতাস ও মারাত্মক বন্যার কারণে দক্ষিণে প্রায় ১৯ লাখ মানুষ বিদ্যুৎবিহীন হয়ে পড়েছে। মস্কোর সংযুক্ত করা ইউক্রেনীয় অঞ্চলও এর মধ্যে রয়েছে। এ ছাড়া স্থানীয় গণমাধ্যমে ঝড়ের কারণে অন্তত চারজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।

রুশ জ্বালানি মন্ত্রণালয় বলছে, দাগেস্তান, ক্রাসনোদার ও রোস্তভের পাশাপাশি ইউক্রেনের দোনেৎস্ক, লুহানস্ক, খেরসন, জাপোরিঝিয়া ও ক্রিমিয়া সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

অন্যদিকে ইউক্রেন বলেছে, তুষারঝড়ের পর দেশটির দুই হাজার ১৯টি গ্রাম ও শহরে বিদ্যুৎ নেই। ঝড়টি মলদোভা, জর্জিয়া ও বুলগেরিয়াকেও আঘাত করছে।

রাশিয়ার কৃষ্ণ সাগর বন্দর সোচিতে বড় বড় ঢেউকে শহরের সমুদ্রসীমাতে আঘাত করতে দেখা গেছে। ফুটেজেও কথিতভাবে একটি তিনতলা ভবন ধসে পড়তে দেখা গেছে। আনাপা শহরের কাছে রাশিয়ার কৃষ্ণ সাগর উপকূলে ২১ জন ক্রুসহ একটি পণ্যবাহী জাহাজ তলিয়ে গেছে। রাজধানী মস্কোতে ভারি তুষারপাতের পর কর্তৃপক্ষকে রাস্তা পরিষ্কার করতে বিশেষায়িত যন্ত্রপাতি মোতায়েন করতে হয়েছিল। সেভাস্তোপল বন্দরে সামুদ্রিক বন্যায় একটি ঐতিহাসিক জাদুঘর-অ্যাকোয়ারিয়াম ধ্বংস হয়ে গেলে প্রায় ৮০০ বিদেশি মাছ মারা যায়। স্থানীয় একটি গণমাধ্যম জাদুঘরের পরিচালকের বরাত দিয়ে এ কথা বলেছে।

আইসল্যান্ডে ফের একদিনে ৭০০ ভূমিকম্প

আপনজন ডেস্ক: ইউরোপের সবচেয়ে বেশি জীবন্ত আগ্নেয়গিরির দেশ আইসল্যান্ড। এসব আগ্নেয়গিরির কারণে দেশটিতে প্রায়ই ভূমিকম্প অনুভূত হয়। এবার মাত্র একদিনে আইসল্যান্ডে অনুভূত হয়েছে ৭০০ ভূমিকম্প। রোববার এই ভূমিকম্পগুলো অনুভূত হয় বলে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম দ্য ইন্ডিপেনডেন্ট।

প্রতিবেদনে জানানো হয়, সোমবার সকালে বিগত ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ভূমিকম্পটি আঘাত হেনেছে গ্রিন্ডাভিকে।

নিউজিল্যান্ডে ধূমপানে নিষেধাজ্ঞা বাতিল হতে যাচ্ছে

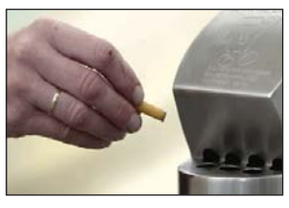

আপনজন ডেস্ক: নিউজিল্যান্ডের নতুন সরকার কর কমাতে ধূমপানে নিষেধাজ্ঞা বাতিলের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। জেসিন্ডা আরডার্নের নেতৃত্বাধীন আগের সরকার এক আইন করে বলেছিল, ২০০৮ সালের পরে জন্মগ্রহণকারীদের জন্য ধূমপান নিষেধ। নিউজিল্যান্ডে মৃত্যুর প্রধান কারণ হলো ধূমপান এবং এই আইনের লক্ষ্য ছিল তরুণ প্রজন্মকে এই অভ্যাস থেকে বিরত রাখা।

আজ সোমবার বিবিসির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত শনিবার দেশটির নতুন অর্থমন্ত্রী নিকোলা উইলিসের ঘোষণা করেছেন সরকার আইনটি বাতিল করবে। উইলিস উল্লেখ করেছেন, 'স্মোক ফ্রি' আইন অর্থনীতির ওপর প্রায় এক বিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ লোকসানের প্রভাব ফেলেছে। নতুন সরকারের হঠাৎ এই নীতি পরিবর্তনের উদ্যোগের কড়া সমালোচনা করেছেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। ওটাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের তামাক নিয়ন্ত্রণ গবেষক এবং জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক রিচার্ড এডওয়ার্ডস বলেছেন, 'আমরা আতঙ্কিত ও বিরক্ত। নিউজিল্যান্ডের বেশিরভাগ মানুষ সরকারের এই সিদ্ধান্তে হতবাক। আমরা সরকারকে এমন সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসার আহ্বান জানাচ্ছি।' জেসিন্ডার সময় গত বছর পাস হওয়া আইনটি আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত হয়। ওই আইনের উদ্দেশ্য ছিল, খুচরা তামাক বিক্রেতাদের সংখ্যা কমিয়ে আনা এবং সিগারেটে নিকোটিনের মাত্রা হ্রাস করা।

দুই দেশের নাগরিকদের ভিসামুক্ত প্রবেশের সুবিধা দিল মালয়েশিয়া

আপনজন ডেস্ক: বিদেশি পর্যটক টানতে দক্ষিণ এশিয়ার দুই দেশের নাগরিকদের জন্য ভিসামুক্ত প্রবেশ সুবিধা চালু করছে মালয়েশিয়া। রোববার নিজের দল পিপলস জাস্টিস পার্টির কংগ্রেসে দেয়া বক্তৃতায় নতুন এ সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম।

তিনি বলেন, চীন ও ভারতের নাগরিকদের জন্য মালয়েশিয়া ভিসামুক্ত প্রবেশ সুবিধা চালু করা হচ্ছে। আগামী ১ ডিসেম্বর থেকে এই দুই দেশের নাগরিকরা কোনো ভিসা ছাড়াই মালয়েশিয়ায় ঢুকতে পারবেন। একবার মালয়েশিয়ায় যাওয়ার পর সেখানে সর্বোচ্চ ৩০ দিন পর্যন্ত তারা অবস্থান করতে পারবেন বলে জানান তিনি।

মালয়েশিয়ার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, চীন এবং ভারতের নাগরিকদের জন্য চালু করা এই ভিসামুক্ত প্রবেশ সুবিধা ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত মালয়েশিয়া ভ্রমণ করেছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রায় ৯১ লাখ ৬০ হাজার বিদেশি পর্যটক। সবচেয়ে বেশি পর্যটক আসা দেশগুলোর তালিকায় চতুর্থ চীন এবং পঞ্চম ভারত।

মালয়েশিয়ার সরকারি তথ্যমতে, এ সময়ে চীন থেকে ৪ লাখ ৯৮ হাজার ৫৪০ জন, আর ভারত থেকে ২ লাখ ৮৩ হাজার ৮৮৫ জন দেশটিতে ঘুরতে গিয়েছিলেন।

প্রথম নজর

বাসের মধ্যে দুই তরুণীর ব্যাগ তল্লাশিতে মিলল গাঁজা

সাদ্দাম হোসেন ● জলপাইগুড়ি

আপনজন: গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশের বিশেষ নাকা চেকিংয়ে উদ্ধার হয় গাঁজা। জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি স্টেশন মোড় ও বানারহাট মোরাঘাট চৌপথী এলাকায় অভিযানে নামে। মোরাঘাট চৌপথি এলাকায় বাসে অভিযান চালিয়ে ব্যঅগের মধ্যে গাঁজা মেলায় তিন তরুণীকে গ্রেফতার করা হয় রবিবার। এদিন বানারহাট থানার পুলিশ নাকা চেকিংয়ের সময় একটি বাস আটকায়। সেই বাস থেকেই উদ্ধার করে ৩৭ কেজি গাঁজা। সূত্রের খবর, বীরপাড়া থেকে শিলিগুড়ির দিকে যাচ্ছিল একটি বেসরকারি বাস। সেই বাসটিকে মোরাঘাট চৌপথী এলাকায় দাঁড় করিয়ে তল্লাশি চালায় পুলিশ। তাতেই যাত্রীদের ব্যাগ থেকে উদ্ধার হয় গাঁজা। গ্রেফতার হওয়া এক তরুণী বলেন, আমরা কেশিলিগুড়ি যাচ্ছিলাম। একজন রাস্তা থেকে তা দেন। আমরা জানতামও না কী ছিল তাতে। এই প্রথম এরকম হল। আমাদের বলা হয়েছিল ২ হাজার টাকা দেবে। খালি একটা জিনিস পৌঁছে দিতে হবে।

অধ্যক্ষ বিমান শান্তিপুরে

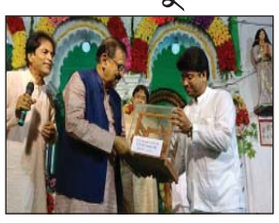

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নদিয়ায় শান্তিপুরে বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী বাড়ির শ্যামসুন্দর জিউ দর্শন করতে এলেন রাজ্যের বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। আমার দীর্ঘদিনের ইচ্ছে ছিল শান্তিপুরের রাস উৎসব দেখব আজ সেই ইচ্ছা পূরণ হল। শান্তিপুরের ঐতিহ্যবাহী বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী বাড়ির রাস উৎসব দেখতে এসে এ কথাই বললেন বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে স্পিকার কে পুষ্প স্তবক ও শীতপত্র দিয়ে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করে বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামীর বংশধর তথা শান্তিপুরের বিধায়ক ব্রজ কিশোর গোস্বামী। উপস্থিত ছিলেন নদীয়া দক্ষিণের তৃণমূল সভাপতি, নদীয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি, শান্তিপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সহ অন্যান্যরা।

বাস ধর্মঘটের জেরে চরম ভোগান্তি মুর্শিদাবাদ জুড়ে

রঙ্গিলা খাতুন ● কান্দি

আপনজন: অটো ও টোটোর দৌরাত্ম্যের অভিযোগ। মুর্শিদাবাদে ২৪ ঘন্টার বেসরকারি বাস ধর্মঘট। বাস ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে বেসরকারি বাস মালিকদের সংগঠন। ধর্মঘটে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন বাসযাত্রীরা। এই ধর্মঘটের প্রভাব দেখা গেল বহরমপুর , কান্দি, সালার, ডোমকল সহ মুর্শিদাবাদের সমস্ত যায়গায়। শুধু তাই নয় সড়কপথে প্রভাব পড়ল উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গে। রাস্তায় কাজে বেরিয়ে ভোগান্তিতে বহু মানুষ। জানা গিয়েছে সোমবার সকাল ছয়টা থেকে মঙ্গলবার সকাল ছয়টা অবধি চলবে এই ধর্মঘট।

অভিযোগ, বেআইনি ভাবে অটো এবং টোটো যাত্রী দৌরাত্ম, কোনও রুট ছাড়াই যাত্রী তুলছে নামাচ্ছে তারা। বেসরকারি বাস মালিকদের দাবি, রাজ্য সড়ক থেকে জাতীয় সড়কে বেসরকারি বাস রুটে দিনে দিনে বেআইনি টোটো- অটো সহ বিভিন্ন গাড়ির সংখ্যা বেড়েছে অনিয়মের ফলে বাড়ছে দুর্ঘটনা। তাছাড়া পেট্রোল ডিজেলের যে হারে দাম বৃদ্ধি হয়েছে তার তুলনায় বাসের ভাড়া বৃদ্ধি হয়নি। টোটো অটো সহ বিভিন্ন বেআইনি গাড়ির জন্য বাসযাত্রী কমে যাচ্ছে। ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন একাধিক বাস মালিক। এই বিষয়ে সরকারী পরিবহন সংস্থা ও প্রশাসনকে বারংবার জানালেও কোন পদক্ষেপ নেয়নি তারা। তাই এই অটো ও টোটোর দাদাগিরির প্রতিবাদে একদিনের প্রতীকী ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে বেসরকারি বাস মালিক সিন্ডিকেট। ২৪ ঘন্টার ধর্মঘটের জেরে শুধু মুর্শিদাবাদ নন, অসুবিধার মুখে পড়েছেন আশপাশের জেলার বাসিন্দারাও। মুর্শিদাবাদ বেসরকারি বাস পরিবহণ সংস্থার একটি বাসও আজ রাস্তায় না নামায় ব্যাপক সমস্যায় বীরভূম, নদিয়া ও বর্ধমানের বাসিন্দারা। কলকাতায় কাজে আসা মানুষেরাও আটকে পড়েছেন । রাস্তায় গুটি কয়েক সরকারি বাসের দেখা মিলেছেও সমস্যায় নিত্যযাত্রী।

আলিয়ায় অপসংস্কৃতি নিয়ে নিন্দা জামাতের

সেখ আব্দুস সামাদ ● কলকাতা

আপনজন: গত শনিবার আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউ টাউন ক্যাম্পাসে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নামে পড়ুয়াদের অপসংস্কৃতির নিন্দায় সরব হল জামায়াতে ইসলামি হিন্দ। জামাআতে ইসলামী হিন্দের রাজ্য সভাপতি ডা. মসিহুর রহমান এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যে অশালীন ও কুরুচিকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হল তার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। আলিয়ায় ইসলামী ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের পরিপন্থী এ ধরণের অনুষ্ঠানের অনুমতি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ যেন আগামীতে না দেন তার দাবি জানান জামাআতের রাজ্য সভাপতি। তার দাবি, বহিরাগত ছাত্রাদের আলিয়ার শিক্ষাঙ্গণে প্রবেশের উপর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। উল্লেখ্য, সাংস্কৃতিক ানুষ্টানের নামে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে গভীর রাত পর্যন্ত চলেছে উদ্দাম নৃত্য। তার সঙ্গে চলে চটুল গান। এ প্রসঙ্গে জামায়াতের রাজ্র সবাপতি বলেন, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যে ঐতিহাসিক অতীত ঐতিহ্যের

পরম্পরা আছে, এই অনুষ্ঠান তার সঙ্গে পুরোপুরি সংঘর্ষিক ও দ্বন্দ্বমূলক। কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা এই উপমহাদেশের একটি স্বনামধন্য ও ঐতিহ্যময় মাদ্রাসা। তার অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এই ধরণের অশালীন অনুষ্ঠান বন্ধে কোন পদক্ষেপ নেননি। যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও পড়ুয়াদের বড় অংশ এই ধরণের অপসংস্কৃতিমূলক অনুষ্ঠানের বিরোধী বলে তিনি জানান। মুসলিম সমাজ ও বাংলার সংস্কৃতিবান জনতা আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে এর জবাব চাইছে বলে তিনি মন্তব্র করেন।

রাষ্ট্রদূত অনুমতি দিলে ফিলিস্তিনে ত্রাণ পৌঁছে দেব: সিদ্দিকুল্লাহ

জাকির সেখ ● বেলডাঙা

আপনজন: মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা সরুলিয়া মাদ্রাসায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য রাবেতায়ে মাদারিসে ইসলামিয়া আরাবিয়ার উদ্যোগে মুর্শিদাবাদ জেলার রাবেতা বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত মাদ্রাসার জিম্মাদারদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হল এক আলোচনা সভা। এদিনের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন রাজ্য জমিয়তে উলামা ও রাবেতা বোর্ডের সভাপতি তথা রাজ্যের মন্ত্রী মাওলানা সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য রাবেতা বোর্ড দেশের মধ্যে শীর্ষস্থান দখল করেছে। পশ্চিমবঙ্গে এক হাজার দুটো মাদ্রাসা রাবেতা বোর্ডের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে, তারমধ্যে ছয়শত বাহাত্তরটি মাদ্রাসা দারুল উলুম দেওবন্দের কাছ থেকে অনুমোদন পেয়েছে। বাকি মাদ্রাসা গুলি অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। এই বোর্ডের বার্ষিক পরীক্ষায় প্রায় ১৭ হাজার শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। এছাড়াও মাদ্রাসার পঠনপাঠন, শিক্ষকদের দায়দায়িত্ব,

কিভাবে ঐক্যবদ্ধ ভাবে মাদ্রাসা পরিচালনা করা যায়, বার্ষিক পরীক্ষার পরিকাঠামো, আধুনিক শিক্ষায় কতটা উন্নতি হয়েছে তার সমীক্ষা, দেশাত্মবোধ, জাতিত্ববোধ ও মমত্ববোধ নিয়ে তিনি আলোচনা করেন। ফিলিস্তিনি প্রসঙ্গে তিনি বলেন বিশ্বের বহু দেশ ফিলিস্তিনের পক্ষ নিয়ে ইজরায়িলের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছে। আমরাও ফিলিস্তিনকে সমর্থন জানিয়ে কলকাতার রাজপথে হাজার হাজার মানুষ নিয়ে দুই দুইবার মিছিল করেছি। বিভিন্ন জেলায় জমিয়তের কর্মী সমর্থকরা সভা সমিতি করে ইজরায়িলকে ধিক্কার জানাচ্ছে। ফিলিস্তিনে ত্রাণ পৌঁছানোর জন্য রাষ্ট্রদূতকে আমরা চিঠি দিয়েছি। তারা অনুমতি দিলে কয়েক কোটি টাকার ত্রাণ আমরা সেখানে পৌঁছাবার ব্যবস্থা করব। এছাড়াও সভায় বক্তব্য রাখেন রাজ্য রাবেতা বোর্ডের সম্পাদক মুফতি ফখরুদ্দীন সাহেব, মুফতি মিসবাহুল ইসলাম, জেলা সভাপতি শাইখুল হাদীস মাওলানা বদরুল আলম, মাওলানা আব্দুস সামাদ, মুফতি শামীম প্রমুখ।

শুভেন্দুকে দেখলেই চোর-চিটিংবাজ বলতে হবে, দলীয় কর্মীদের নির্দেশ কুণাল ঘোষের

আনোয়ার হোসেন ● তমলুক

আপনজন: টার্গেট শুভেন্দুর জেলা,দাওয়াই চাটাই বৈঠকের। ২০ মিনিট বক্তব্যে যদি শুভেন্দুকে গালাগালি না দিতে পারো, তাহলে সে বক্তাই নয়। রাস্তায় দেখলেই চোর চিটিংবাজ বলতে পারলে তবেই সে আসল তৃণমূল। তমলুকে বললেন কুণাল ঘোষ। বছর ঘুরলেই লোকসভা নির্বাচন। কেন্দ্রের সরকার পরিবর্তনে মরিয়া তৃণমূল। ইন্ডিয়া জোটের মধ্য দিয়ে কেন্দ্র থেকে বিজেপি সরকারকে উৎখাত করার লড়াই শুরু হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের ৪২ টি লোকসভার আসনের মধ্যে তৃণমূলের টার্গেটে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার দুটি আসন। তমলুক ও কাঁথি লোকসভার দুটি আসন যাতে কোনো ভাবেই বিজেপি না পায়, তার জন্য এখন থেকেই লোকসভা নির্বাচনে প্রস্তুতি এক প্রকার শুরু করে দিল তৃণমূল কংগ্রেস।

সোমবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তমলুকের নিমতৌড়িতে বর্ধিত

সভার আয়োজন করা হয়। সেই সভায় উপস্থিত হয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, বিধানসভা ও পঞ্চায়েত নির্বাচনে পাড়ায় পাড়ায় চাটাই বৈঠক করে সুফল পেয়েছি। তাই আগামী লোকসভা নির্বাচনে চাটাই বৈঠকের মধ্য দিয়ে জেলার দুটি লোকসভা আসন গাদ্দারের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে শিক্ষা দিতে হবে। সুড়ঙ্গে আটকে থাকা শ্রমিকদের ঘটনাস্থলে না গিয়ে বিশ্বকাপে মেতেছেন। " মাঠে গেলেন নরেন,কাপ গেলো ফরেন" প্রধানমন্ত্রীর বিশ্বকাপ খেলা দেখা নিয়ে কুণালের কটাক্ষ। পাশাপাশি কলকাতায় ২৯ তারিখে বিজেপি যে সমাবেশের আয়োজন করেছে তা নিয়ে তিনি বলেন, আমরা শহীদ মিনারে সভা করি শহীদদের শ্রদ্ধা জানাতে। কিন্তু ওদের সেই ইতিহাস নেই । তৃণমূল করে বলে প্রতিহিংসায় ভুগছে।

এদিনের সভায় কুণালবাবুর পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মৎস্যমন্ত্রী বিপ্লব রায় চৌধুরী, বিধায়ক ফিরোজা বিবি, সৌমেনকুমার মহাপাত্র, তিলককুমার চক্রবর্তী, সুকুমার দে, তমলুক সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের চেয়ারম্যান চিত্ত মাইতি, সভাপতি অসীত ব্যানার্জি সহ অন্যান্যরা। দলীয় নেতৃত্বের প্রতি কুণালের মন্তব্য ২০ মিনিট বক্তব্যে যদি শুভেন্দুকে গালাগালি না দিতে পারো তাহলে সে বক্তাই নয়। রাস্তায় দেখলেই চোর চিটিংবাজ বলতে পারলে তবেই সে আসল তৃণমূল করে বলে দাবি করেন কুণাল ঘোষ। এদিনের বৈঠক থেকে একপ্রকার লোকসভা নির্বাচনে দামামা বাজিয়ে যে দেওয়া হল তা বলাই বাহুল্য।

কালীঘাটের 'কাকু' সুজয়ের মৃত্যুর আশঙ্কা রয়েছে, মন্তব্য নওশাদের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অশোকনগর

আপনজন: রাজ্যের শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে গ্রেফতার হওয়া কালীঘাটের 'কাকু' বলে পরিচিত সুজয় কৃষ্ণ ভদ্রের মৃত্যুর আশঙ্কা রয়েছে। সোমবার এই উত্তর ২৪ পরগনার এক রক্তদান শিবিরের অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে এই মন্তব্র করলেন আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী। নওশাদ বলেন, সিসিক্যামেরা এবং নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে রাখা দরকার সুজয় কৃষ্ণ ভদ্রকে। তার কণ্ঠস্বর দিয়ে হয়তো কালীঘাট পৌঁছে যেতে পারে ইডি। তাই ওনার মৃত্যুর আশঙ্কা রয়েছে, বড় কোন দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।

রাজবেড়িয়ায় আইএসএফ ভুরকুন্ডা অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে সংবিধান দিবস উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত একটি রক্তদান শিবিরে নওশাদ সিদ্দিকী পুলিশের ভূমিকার সমালোচনা করেন। নওশাদ বলেন, পুলিশের সঙ্গে জনগণের যে সম্পর্ক করা দরকার পুলিশকে দিয়ে যেভাবে রাজনীতি করণ করে ফেলেছে। মানুষ আর পুলিশের উপরে বিশ্বাস করছে না।প্রশাসন বা শাসক যেভাবে বিরোধীদের কণ্ঠ রোধ করবার চেষ্টা করছে তারপরেও বলবো আইন হাতে তুলে নেওয়া ঠিক নয়।আইনের উর্ধ্বে কেউ নয় কেউ যদি অনৈতিক কাজ করে প্রশাসন আছে আইন হাতে তুলে নেওয়া ঠিক নয়।যারা আইন হাতে তুলে নিচ্ছেন তাদেরকে আমরা কোনভাবেই সমর্থন করতে পারছি না তবে এই ধরনের ঘটনা এত কেন বেড়ে যাচ্ছে তার কারণ পুলিশকে দিয়ে

আমরা বিশ্বাস করতে পারছি না। এক তৃণমূল নেত্রীর বাংলাদেশী নাগরিক প্রসঙ্গে মন্তব্য নিয়ে নওশাদ বলেন, বিষয়টি নিয়ে এনআইএ দিয়ে তদন্ত করা হোক। তৃণমূল নেত্রী এবং যে তৃণমূল নেতার নাম বলা হচ্ছে তাদেরকে এনআইএ দিয়ে তদন্ত দরকার। অন্যদিকে বিজেপির সমালোচনা করে নওশাদ বরেন, ভারতের সংবিধান ভুলুণ্ঠিত করছে দেশের শাসক গোষ্ঠী। তারা গোটা সংবিধানটা বাতিল করে দিতে পারলে খুশি হয়। কিন্তু বাবাসাহেব আম্বেদকর প্রণীত এই সংবিধান পালটানো এত সহজ নয়। এর বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে উঠবে। সেই প্রতিরোধের সামনের সারিতে থাকবে ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট।

নওশাদ ক্ষোভের সাথে বলেন, মানুষের মৌলিক অধিকারগুলি আক্রান্ত হচ্ছে। এই ব্যাপারে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের মতো এই রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস সরকারও কম যায়না। কিন্তু তিনি এই সাংবিধানিক অধিকার হরণের জন্য সংবিধান সম্পর্কে সাধারণ মানুষের অসচেতনতাকেই অন্যতম একটি কারণ বলে উল্লেখ করেন। তিনি জনগণের কাছে সংবিধান পড়ার আহ্বান করেন। বলেন, সকলের বাড়িতে সংবিধান রাখতে হবে।

সংবিধানের অধিকারগুলি জানলে এবং সচেতনতা গড়ে উঠলেই শাসকগোষ্ঠী বিপাকে পড়বে বলে তিনি জানান। তিনি অভিযোগ করেন, নাগরিকত্ব আইন নিয়ে বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেস, উভয়ই বাইনারি রাজনীতির চেষ্টা করছে। রক্তদান শিবিরে আরো বক্তব্য রাখেন রাজ্য কমিটির সদস্য আইনজীবী জামির হোসেন, তিনি জীবন বাঁচাতে রক্তদানের গুরুত্ব এবং পাশাপাশি রক্তদাতার উপকার নিয়েও আলোচনা করেন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জেলার সভাপতি তাপস ব্যানার্জি মহাশয় সহ অশোকনগর বিধানসভা এবং ভুরকুন্ডা অঞ্চলের নেতৃত্ব। এই রক্তদান শিবির অনুষ্ঠানে কমবেশি ২০৪ জন রক্তদাতা রক্তদান করেন বলে জানান কর্মকর্তারা।

বিহার থেকে হরিশ্চন্দ্রপুর হয়ে মাদক দ্রব্য সরবরাহ হচ্ছে চাঁচলে

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: মালদহের চাঁচল মহকুমা এলাকায় রমরমিয়ে চলছে ড্রাগসের ব্যবসা।চাঁচল সদরে হাসপাতালের পরিত্যক্ত আবাসনেই বসছে ঠেক। আর মহকুমার মধ্যে ড্রাগ সরবরাহের খনি হয়ে উঠেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকা।বিহার হয়ে ড্রাগস আমদানি হচ্ছে হরিশ্চন্দ্রপুরের করিয়ালি এলাকায়।সেখান থেকেই ছড়িয়ে যাচ্ছে চাঁচলের বিভিন্ন জায়গায়।মূলত রমরমা ব্যবসা চলছে ব্রাউন সুগার এবং গাজার।এই নেশার কবল থেকে বেরিয়ে আসা বেশ কিছু যুবকের কাছ থেকে জানা গেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য।যুব সমাজের মধ্যে বাড়ছে মাদকাসক্তের সংখ্যা। ড্রাগসের নেশায় আসক্ত হওয়ার পর সুস্থ হয়ে ফিরেছে এমন বেশ কিছু যুবকের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারা গেছে,চাঁচলের বিভিন্ন এলাকায় মূলত বিক্রি হচ্ছে ব্রাউন সুগার এবং গাজা। কোথাও বিক্রি হচ্ছে নির্দিষ্ট বাড়ি বা দোকান থেকে।আবার কোথাও ফোন করলেই নির্দিষ্ট স্থানে এসে নেশা দ্রব্য দিয়ে যাচ্ছে পেডলাররা। যে এলাকা গুলোতে ব্রাউন সুগার বিক্রি হচ্ছে তার মধ্যে অন্যতম কলিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের

নূরগঞ্জ,চাঁচল গ্রাম পঞ্চায়েতের সাঞ্জীব ও সাহেবগঞ্জ ,মকদমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নদীশিক এলাকা,ভগবানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভগবানপুর এলাকা।গাঁজার রমরমা ব্যবস্যা চলছে চাঁচল সদর এবং কলিগ্রামের নিমতলাতেও। মালতিপুর, গোবিন্দপাড়ার বিভিন্ম জায়গাতেও বিক্রি হচ্ছে ব্রাউনসুগার।আরো জানা গেছে চাঁচলের এই এলাকাগুলিতে ব্রাউন সুগারের আমদানি হচ্ছে কালিয়াচক এবং হরিশ্চন্দ্রপুর থানার কড়িয়ালি এলাকা থেকে। সেখানে বেশ কয়েকটি জায়গায় ১৫০০ থেকে ১৮০০ টাকা প্রতি গ্রাম বিক্রি হচ্ছে ব্রাউন সুগার। কড়িয়ালি বাজার,তালগাছি এবং সোনাপুরে চলছে এই ব্যবসা। সেই জায়গা থেকে ব্রাউন সুগার আনছে চাঁচলের পেডলাররা। চাঁচল এলাকার মধ্যে হরিশ্চন্দ্রপুর এই মুহূর্তে ড্রাগ ডিলারদের স্বর্গরাজ্য। ব্রাউন সুগারের নেশার জন্য বিভিন্ন এলাকায় তৈরী হয়েছে ঠেক। যেখানে বসেই এই নেশা করছে আসক্তরা। এমনি একটি ঠেকের সন্ধান পাওয়া গেছে চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের পরিত্যাক্ত একটি আবাসনে। আবাসনের ঘরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ব্রাউন সুগারের নেশার মুল উপকরণ ফয়েল পেপার এবং মোম দেশলাইয়ের কাঠি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক চাঁচলের এক যুবক বলেন, আমি এক সময় ব্রাউন সুগারের নেশায় আসক্ত হয়ে পড়েছিলাম। দীর্ঘ দুই বছর চিকিৎসার পর এখন ঠিক আছি।

ধান পাকতেই বুনো হাতির তাণ্ডব শুরু

জয়প্রকাশ কুইরি ● পুরুলিয়া

আপনজন: সোমবার সাতসকালে বুনো হাতির হামলায় আহত হন এক বৃদ্ধ। তারপরেই ঘটনার জেরে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়েছে পুরুলিয়া জেলার বাঘমুন্ডি ব্লকের মাঠা রেঞ্জের কুদনা বিটের অন্তর্গত টিকরটাঁড় গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আহত ওই বৃদ্ধর নাম ধুমনাথ সরেন (৭৫)। বাড়ি বাঘমুন্ডি অঞ্চলের টিকরটাঁড় গ্রামে। সোমবার সাত সকালে বাড়ির অদূরে প্রাতঃকর্মে বেরিয়ে বুনো হাতির সম্মুখীন হন তিনি বলে জানা যায়। তবে সেসময় কোনো ক্রমে প্রাণে বাঁচলেও তিনি পালতে গিয়ে মাথায় গুরুতর চোট পেয়ে আক্রান্ত হন। স্থানীয়দের তৎপরতায় আহত বৃদ্ধকে পাথরডি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা প্রাথমিক চিকিৎসার পর আক্রান্ত ধুমনাথ সরেনকে উন্নতর চিকিৎসার জন্য পুরুলিয়া দেবেন মাহাতো গভর্মেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। ঘটনার জেরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে গোটা এলাকা জুড়ে।

বোল্লা মন্দির এলাকায় নয়া কমিউনিটি টয়লেট

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: হাতেগোনা আর মাত্র কয়েকদিন বাকি। তারপরেই শুরু হয়ে যাবে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ঐতিহ্যবাহী বোল্লা কালী মেলা। আগামী ১ ডিসেম্বর রক্ষাকালী মায়ের পূজোর মধ্যে দিয়ে শুরু হবে এ বছরের বোল্লা মেলা। তার আগেই বোল্লা মন্দির সংলগ্ন এলাকায় শুভ উদ্বোধন করা হলো কমিউনিটি টয়লেটের। মেলায় আগত লক্ষ লক্ষ ভক্তের কথা মাথায় রেখে একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এদিন এই কমিউনিটি টয়লেটের শুভ উদ্বোধন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি চিন্তামণি বিহা, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদের সদস্যা কল্পনা মুর্মু, সুভাষ ভাওয়াল, জেলা পরিষদের প্রাক্তন পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মফিজ উদ্দিন মিয়া সহ আরো অনেকে।

প্রসঙ্গত, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ব্লকের অন্তর্গত বোল্লাতে অনুষ্ঠিত এই বোল্লা রক্ষাকালী মাতার পূজাকে কেন্দ্র করে প্রতিবছর এই এলাকায় চার দিন ধরে মেলা বসে। মেলায় লক্ষাধিক লোকের সমাগম ঘটে। লোক সমাগমের নিরিখে এই মেলা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সর্ববৃহৎ মেলা। লক্ষ লক্ষ ভক্তের সমাগম হয় এই মেলায়।

এ বিষয়ে জেলা পরিষদের সভাধিপতি চিন্তা মনি বিহা জানান, "জেলা পরিষদের তরফে এর আগেও এখানে না না উন্নয়নমূলক কাজ করা হয়েছে। আজকে আমরা জেলা পরিষদের তরফে এখানে কমিউনিটি টয়লেটের শুভ উদ্বোধন করলাম। বোল্লা মেলায় বহু পুণ্যার্থী আসেন। তাদের যাতে কোন অসুবিধা না হয়, সেই কথাটি মাথায় রেখেই আমরা আজ কমিটি টয়লেটের শুভ উদ্বোধন করলাম।"

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বন্ধ স্কুলের জমি বিক্রির বিরোধিতা গ্রামবাসীদের

দেবশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: পুরাতন মালদার ভাবুক অঞ্চলের কমলদিঘী জুনিয়র হাইস্কুল। ১৯৮৩ সালের প্রতিষ্ঠা হয় এই স্কুলের। দীর্ঘ কুড়ি বছর স্কুল চলার পর সরকারি অনুমোদন বাতিল হয়ে যাওয়ার কারণে স্কুল বন্ধ হয়ে যায়।গ্রামেরই এক ব্যক্তি স্কুলের জন্য জায়গা দান করেছিল।কিন্তু এলাকাবাসীর অভিযোগ স্কুল যেহেতু বন্ধ হয়ে গেছে সেই সুযোগে ওই জায়গা ম্যানেজিং কমিটির লোক জমি মাফিয়াদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিক্রি করে দিয়েছে।এমনকি ভর্তি করা হয়েছে জলাভূমি। তারই প্রতিবাদে গ্রামবাসী জেলা শাসকের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। সোমবার সকালে বিক্ষোভ দেখায় এলাকাবাসী। তাদের দাবি হয় পুনরায় সেই জায়গায় স্কুল খুলতে হবে না তো খেলার মাঠ করতে হবে। জায়গা বিক্রি করতে দেওয়া যাবে না।

দেওয়াল পত্রিকা শিশু বিকাশ মিশনে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: হুগলি জেলার ফুরফুরার অবস্থিত শিশু বিকাশ মিশনে সভাগৃহে শিক্ষামূলক আলোচনা সভা মিশনের দেয়াল পত্রিকার উদ্বোধন বিজ্ঞান বিভাগ নিয়ে বিশেষ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক প্রণব মুখার্জি, মুন্সি জয়নাল আবেদীন, আবু তোরাব, মোহাম্মদ বাকীবিল্লাহ, আব্দুল কাদের মল্লিক, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ পিউ শিকারী, শিশু বিকাশ মিশনের সম্পাদক মোহাম্মদ ইলিয়াস, প্রধান শিক্ষক সৌম্যদে, নাঈম আলী জমাদার, সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন গোপন চক্রবর্তী।

প্রথম নজর

রাস্তা তৈরি নিয়ে বিবাদে পিটিয়ে খুন করা হল গোসাবায়

জাহেদ মিস্ত্রী ও মাফরুজা খাতুন ● বহরমপুর

আপনজন: গোসাবা- পথশ্রী প্রকল্পে সরকারি রাস্তা নির্মাণকে কেন্দ্র করে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে গন্ডগোলে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। নিহত ঐ ব্যক্তির নাম মোছাকুলি মোল্লা (৪২)। রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর পুলিশ জেলার সুন্দরবন উপকূলীয় থানার পূর্ব রাধানগর এলাকায়।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে খবর পূর্ব রাধানগর এলাকায় পথশ্রী প্রকল্পে এক কিলোমিটার ঢালাই রাস্তা নির্মাণের কাজ চলছিল। সেই সময় কাজের গুণমান ঠিকঠাক হচ্ছে না এমন অভিযোগ নিয়ে ঠিকাদারের কর্মীদের সাথে গন্ডগোল বাধে মেছোকুলি মোল্লার। অভিযোগ এরপর লোহার রড দিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয় তাকে। আশঙ্কা জনক অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় গোসাবা হাসপাতালে। সেখানে আনার পর চিকিৎসা করে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে সুন্দরবন উপকূলীয় থানার পুলিশ।এলাকায় চরম উত্তেজনা থানায় বিশাল পুলিশ বাহিনী টহল দিচ্ছে। ইতিমধ্যে পরিবারের তরফে খুনের মামলার রুজু করা হয়েছে থানাতে। এই খুনের পিছনে অন্য কোন কারণ আছে কিনা তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ।অন্যদিকে ঘটনায় এ পর্যন্ত পুলিশ ৪ জন কে গ্রেফতার করেছে।

শীতে নতুন আকর্ষণ হংকং-এর ঝুলন্ত সেতু

শামিম মোল্যা ● বসিরহাট

আপনজন: সবুজে ঘেরা মনোরম পরিবেশের মাঝে গাছের উপর ঝুলন্ত সেতুতে বেশ আকর্ষণীয় বসিরহাটের হংকং উদ্যানে। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট শহরের খুব কাছেই বিদ্যাধরী নদীর তীরে সবুজ অবায়বের বুক চিরে গড়ে ওঠে এক চিলতে নির্জন শান্ত মনোরম সবুজ উদ্যান। গ্রাম্য এলাকায় এই উদ্যানকে কেন্দ্র করে এলাকার বহু মানুষ এই নির্জন মনোরম পরিবেশে সময় কাটান। এই উদ্যানের একপাশে যেমন বড় একটি জলাশয় আছে পাশাপাশি অন্যদিকে একাধিক প্রকারের রংবাহারি ফুল ফলের গাছ দেখতে বেশ সুন্দর লাগে। এই পার্কের এবারের মূল আকর্ষণ গাছের উপর ঝুলন্ত সেতুও বসার জায়গা। কাঠ ও দড়ি দিয়ে গাছের উপরেই তৈরি করা হয়েছে ঝুলন্ত ৩০০ মিটার দৈর্ঘ্য সেতু। সেতু দিয়ে উপরে উঠে পাবেন মনোরম বসার জায়গা। যা উপর থেকে দেখলে এক অন্যরকম অনুভূতি। শহরে মানুষের পছন্দের তালিকায় অনেকসময় থাকে গ্রামের দিকের একটু নিরিবিলি পরিবেশ। উঃ ২৪ পরগনা জেলার হাসনাবাদ চাঁপাপুকুর স্টেশন থেকে অটো কিংবা টোটোতে ২০ মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে যাবেন এই হংকং পার্ক। চাইলে পরিবারসহ সবান্ধবে এখানে পিকনিক করতে পারেন। সব মিলিয়ে কলকাতা শহরের পাশেই ছোট্ট একটি গ্রাম্য পরিবেশে ভরা এই পার্কটির সৌন্দর্য বৃদ্ধির সাথে সাথে পর্যটকদের আনাগোনা বেড়েই চলেছে।

ফেসবুক গ্রুপের রক্তদান শিবির ভাঙড়ে

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● ভাঙড়

আপনজন: অনলাইনে অর্থ সংগ্রহ করে "ভাঙড় আছে ভাঙড়েই" ফেসবুক কমিউনিটি গ্রুপের উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় রক্তদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হল দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ভাঙড়ে। রবিবার কাশিপুর কিশোর ভারতী বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় অভিনব এই রক্তদান শিবির। আয়োজকদের পক্ষ থেকে "ভাঙড় আছে ভাঙড়েই" ফেসবুক গ্রুপের এডমিন ব্যবসায়ী ইন্তিয়াজ মোল্লা জানান, এদিন ৬৭ জন সুহৃদয় ব্যক্তি রক্তার্পণ করেছেন। এদের মধ্যে মহিলা মাত্র ৪ জন।

তিনি জানান, কয়েক মাস আগে "ভাঙড় আছে ভাঙড়েই" ফেসবুক কমিউনিটি গ্রুপ সৃষ্টি করি। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি রক্তার্পণ শিবিরের। গ্রুপে বিজ্ঞপ্তি দেই রক্তদান কর্মসূচির জন্য অর্থ সাহায্য প্রয়োজন। এই আবেদন সাড়া দিয়ে ভাঙড় এবং ভাঙড়ের বাইরের বহু মানুষ অনলাইনেই অর্থ সাহায্য করেছেন। আর্থিক ছাড়াও শ্রম ও মেধা দিয়ে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের সাধুবাদ জানাই। । এদিনের রক্তার্পণ উৎসবে উপস্থিত ছিলেন কাশিপুর কিশোর ভারতী বিদ্যালয়ের সভাপতি শিবনাথ ব্যানার্জি, বিদ্যালয় টির প্রাথমিক বিভাগের প্রধান শিক্ষক পলাশ গাঙ্গুলি, সাহিত্যিক শিক্ষক মহম্মদ মফিজুল ইসলাম, কবি শিক্ষক ফারুক আহমেদ, কবি শিক্ষক দীননাথ গোলদার, কবি সাইদুল মোল্লা, শিক্ষক ওমর ফারুক তরফদার, চিকিৎসক শেখ আব্দুল আজিজ, সাইকেলে ভারত ভ্রমণকারী ইরফান সিদ্দিকী প্রমুখ। অনুষ্ঠানে অতিথি বরণ ও রক্তদান শিবিরের সার্বিক কাজে সহায়তা করেন সরফরাজ আহমেদ, সামিউল মোল্লা, ফারুক হোসেন, ইমরান মোল্লা, নাসির উদ্দিন, তাজমিরা খাতুন প্রমুখ।

কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রস্তুতিসভা থেকে বসিরহাটকে বিজেপি মুক্ত করার ডাক

এম মেহেদী সানি ● শাসন

আপনজন: তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে আগামী ২ ও ৩ ডিসেম্বর রাজ্যের প্রতিটি বুথে মিছিল করবে তৃণমূল কংগ্রেস, সেই উদ্দেশ্যেই বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে বেলিয়াঘাটা কাঁচকল মোড়ে অনুষ্ঠিত হলো প্রস্তুতি সভা। ১০০ দিনের কাজ, গ্রামীণ আবাস যোজনা সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পে রাজ্যের টাকা আটকে রাখার অভিযোগে বার বার সরব হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। গত বৃহস্পতিবার নেতাজি ইন্ডোরের সভা থেকে ওই একই অভিযোগে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আবারও একাধিক প্রতিবাদ মূলক কর্মসূচি ঘোষণা করেন। তারই অংশ হিসেবে আগামী ২ ও ৩ ডিসেম্বর রাজ্যের প্রতিটি বুথে মিছিল করবে তৃণমূল । সোমবার সেই বার্তা দেওয়ার জন্যই উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে নবনির্বাচিত সভাপতি বিধায়ক শেখ হাজী নুরুল ইসলামের নেতৃত্বে প্রস্তুতি সভার আয়োজন করা হয়। সভায় বক্তব্য রাখার সময় হাজী নুরুল ইসলাম বলেন, আজকের সভার মধ্যে দিয়ে আগামী ২ ও ৩ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের শুধু প্রস্তুতি নয়, বরং আসন্ন লোকসভা ভোটের দামামা বেজে গেল, টার্গেট লোকসভা ভোটে বসিরহাটের তৃণমূল প্রার্থীকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করা। জেলার চেয়ারম্যান সরোজ ব্যানার্জির কথায় বসিরহাটে বিরোধীদের কোনো স্থান নেই । বিধায়ক রফিকুল ইসলাম, ডাঃ সপ্তর্ষী ব্যানার্জীরা সভায় বক্তব্য রাখার সময় কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিভিন্ন দুর্নীতির কথা তুলে ধরে কড়া সমালোচনা করেন। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বসিরহাট এলাকার উপযুক্ত ভূমিপুত্রকে প্রার্থী নির্বাচিত করার জন্য দলের উর্ধ্বতন নেতৃত্বের অনুরোধ জানান তৃণমূল নেতা ও জেলা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ। এ দিন তৃণমূল নেতা ও জেলা পরিষদের মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ শেখ সাজাহান সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বলেন, বাপের ব্যাটা হলে বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি থেকে প্রার্থী হোক শুভেন্দু, তাঁর বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কলা গাছকে প্রার্থী করা হলেও চার লক্ষ ভোটের ব্যবধানে হারিয়ে শুভেন্দুকে বাড়ি পাঠাবো। বিজেপি দিল্লির নেতৃত্বদের পরিযায়ী পাখির সঙ্গেও তুলনা করেন শেখ শাহাজাহান। এদিন প্রস্তুতি সভায় জেলা পরিষদ সদস্য এটিএম আবদুল্লাহ, সাবিনা খাতুন, জেলা আইএনটিটিইউসি সভাপতি কৌশিক দত্ত, যুব সভাপতি শমীক রায় অধিকারি সহ তৃণমূলের একাধিক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, পঞ্চায়েত প্রধান এবং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি, আঞ্চলিক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি ও বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার সকল গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্বরা উপস্থিত ছিলেন।

দলে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব করে বিশ্বাসঘাতকতা করলে কড়া হুঁশিয়ারি তৃণমূল নেতার

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: দলের ভেতর উপদল তৈরির চেষ্টা বা বিশ্বাসঘাতকতা করলে নাড়িতে পা দিয়ে দেওয়ার হুঁশিয়ারি তৃণমূল জেলা সভাপতির। "দলের ভেতর যারা উপদল তৈরীর চেষ্টা করবে বা দলের সাথে বিস্বাসঘতকতা করবে তাদের নাড়িতে পা দিয়ে দেব" লোকসভা নির্বাচনের আগে ঠিক এই ভাষাতেই দলীয় নেতা কর্মীদের হুঁশিয়ারি দিলেন তৃণমূলের বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলা সভাপতি তথা তালডাংরার বিধায়ক অরুপ চক্রবর্তী। থুথু ফেলে তৃণমূল লোকসভা নির্বাচনের আগে নিজের থুথু চাটছে বলে কটাক্ষ বিরোধীদের।

গত লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনে বাঁকুড়া জেলায় বেশ খারাপ ফল করেছিল তৃণমূল। লালমাটির এই জেলায় দুটির মধ্যে দুটি লোকসভা এবং ১২ টি বিধানসভার মধ্যে ৮ টি বিধানসভা হাতছাড়া হয় তৃণমূলের। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে জেলায় তৃণমূল ভালো ফল করলেও পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে বহু আসনেই রীতিমত বেগ পেতে হয় তৃণমূলকে। লোকসভা নির্বাচনের আগে দলে ব্যাপক সাংগঠনিক রদবদল করেছে তৃণমূল। নতুন জেলা সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পেয়েই এবার দলকে ঐক্যবদ্ধ করার ডাক দিলেন নতুন জেলা সভাপতি তথা তালডাংরার বিধায়ক অরুপ চক্রবর্তী। দলকে ঐক্যবদ্ধ করতে প্রয়োজনে যে দল কড়া ব্যবস্থা নিতেও পরোয়া করবে না আজ বাঁকুড়ার তৃণমূলভবনে দলীয় একটি কর্মসূচী থেকে তা স্পষ্ট করে দেন তৃণমূলের নব দায়িত্বপ্রাপ্ত জেলা সভাপতি অরুপ চক্রবর্তী। অরূপ চক্রবর্তী এদিনের সভা থেকে পুরানোদের ফের দলে আহ্বান জানানোর পাশাপাশি দলের কর্মীদের হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, যারা নতুন করে দল করতে আসছে তাদের উপর কড়া নজর রাখা হবে। দলের ভেতর উপদল তৈরী করে বিজেপির টাকা নিয়ে পদ্মফুলে ভোট দেয় এবং দলের সাথে বিশ্বাসঘতকতা করে তাহলে তাদের নাড়িতে পা দিয়ে দেব। পরে অরুপ চক্রবর্তী বলেন, এখানে তৃণমূল করবেন আর গ্রামে গিয়ে বিজেপিকে ভোট দেবেন তা বরদাস্ত করা হবেনা। নাড়িতে পা দিয়ে দেওয়া হবে। বিরোধীদের কটাক্ষ পঞ্চায়েত ভোটের আগে তৃণমূল বলেছিল বিক্ষুব্ধদের দলে ফেরানো হবে না। এখন লোকসভার আগে ফের সমস্যায় পড়ে তাদেরই দলে ফেরাতে চাইছে তৃণমূল। আসলে এই মন্তব্য থুথু ফেলে থুথু চাটারই শামিল।

রাস উৎসবের সূচনা করলেন কাজল সেখ

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম শেখ ● বীরভূম

আপনজন: বীরভূম জেলার রামপুরহাট ১নং ব্লকের মাসড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের শালবাদরা গ্রামের মাহাপাড়ায় দীর্ঘ ১৫৫ বছর যাবত বংশ পরম্পরায় শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণের সেবা ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে। তাই এ বছরও নতুন নতুন আঙ্গিকে সাংস্কৃতিক ও সচেতনতা মূলক অনুষ্ঠানসহ চার দিনের উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে।আজ সোমবার রাস উৎসব মেলার শুভসূচনা করলেন তীর নিক্ষেপের মাধ্যমে বীরভূম জেলা পরিষদ সভাধিপতি ফায়েজুল হক ওরফে কাজল সেখ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রামপুরহাট ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মহুয়া সাহা, বিশেষ অতিথি ছিলেন সমাজসেবী রবিন সরেন ।এছাড়াও ছিলেন জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি স্বর্ণলতা সরেন ,মাসড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দিলীপ কিস্কু , সমাজসেবী সাধন সিংহ, সৈয়দ মইনুদ্দিন হোসেন সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।এ বছরের রাস মেলার বিশেষ আকর্ষণ থিমের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন আশীর্বাদরত গুরু নানক, অষ্টসখী সহ রাধা কৃষ্ণ,প্লাস্টিক বর্জন, করমন্ডল এক্সপ্রেস দুর্ঘটনা সহ বিভিন্ন রকম থিমের সম্ভারে সজ্জিত মেলা প্রাঙ্গন।তাছাড়াও গরুর গাড়ির চাকার উপর বারোটি পুতুল সহ রাধা কৃষ্ণ।প্লাস্টিক ব্যবহারের জন্য দূষণমুক্ত পরিবেশ তৈরির বিশেষ থিম, ডেঙ্গু সতর্কতা ইত্যাদি সচেতনতা মূলক বিষয়গুলো ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে কমিটির পক্ষ থেকে। এদিন রামপুরহাটে বিজেপির সভায় জেলা তৃণমূল নেতাদের ডিসেম্বর মাসে বড় কিছু ঘটবে বলে হুঁশিয়ারি দেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। পাশাপাশি জেলা সভাধিপতি কাজল শেখ কেও কটাক্ষ করে বলেন, কাজল শেখ উড়ন্ত পাখি। তার প্রতুত্তরে কাজল শেখ সাংবাদিকদের বলেন, আমি পরিযায়ী পাখি নয়, বসন্তের কোকিলও নয়। ৩৬৫ দিন মানুষের পাশে থাকি। শুধু ভোটের নির্ঘণ্ট বাজলেই আসি না।

মুম্বাইয়ে মৃত প্রতিবন্ধীর পরিবারকে অর্থ সাহায্য সাংসদ খলিলুরের

বিশেষ প্রতিবেদক ● সাগরদিঘি

আপনজন: সম্প্রতি মুম্বাইয়ে মারা যান মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘির কাবিলপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রনজিতপুরের সেলালউদ্দিন। জন্ম থেকেই প্রতিবন্ধী ছিলেন তিনি। সাহায্য সহযোগিতার জন্য প্রায় ১৫-২০ বছর থেকে যেতেন মুম্বাইয়ে। প্রতিবন্ধকতা এমনই ছিল যে অসহায় সেলালউদ্দিন কোন পরিশ্রমের কাজ করতে পারতেন না। সেলালউদ্দিনের মৃত্যুর খবর পাওয়ার পর এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। মুম্বাই থেকে ১৮ নভেম্বর অ্যাম্বুলেন্সে তার মরদেহ গ্রামে এসে পৌঁছায়। স্থানীয় সাহিন হোসেন এই শোকসংবাদ সাংসদ খলিলুর রহমানকে জানালে সোমবার সেলালউদ্দিনের পরিবারের সাথে দেখা করলেন তিনি। আর্থিক সাহায্যের পাশাপাশি খাদ্য সামগ্রী তুলে দেন। এদিন উপস্থিত ছিলেন আনারুল হক বিপ্লব, রেজাউল করিম, আরব আলী, মশিউর রহমান, কেতাবউদ্দিন, মতিউর রহমান ফিটু, কামরুল ইসলাম, ইনতিয়াজ আলম, সইবুর রহমান প্রমুখ।

বিজ্ঞান বিভাগ চালু হচ্ছে কাটিয়াহাট আল-হেরায়

এম মেহেদী সানি ● বাদুড়িয়া

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাটের বাদুড়িয়া থানার অন্তর্গত কাটিয়াহাট আল-হেরা অ্যাকাডেমির বার্ষিক পুস্তিক প্রকাশ ও অভিভাবক সভা অনুষ্ঠিত হলো । এদিন উপস্থিত ছিলেন মিশনের প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক হাজী আকবর আলী সরদার, ডাইরেক্টর ও সিরাত এর রাজ্য সম্পাদক শিক্ষক আবু সিদ্দিক খান, শুভানুধ্যায়ী সাইফুল ইসলাম, ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য আবু বকর সরদার, প্রধান শিক্ষক মোজাফফর রহমান, নার্সারি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান, মোঃ ইউনুস গাজী সহ অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকা বৃন্দ । এদিন শতাধিক অভিভাবক অভিভাবিকা উপস্থিত ছিলেন, পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ এবং উপস্থাপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। হাজী আকবর আলী সরদার বলেন, আমাদের কাটিয়াহাট আল হেরা অ্যাকাডেমি দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে আমরা আগামী ২০২৪ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিজ্ঞান বিভাগ চালু করার নিয়ত করেছি । আবু সিদ্দিক খান বলেন, আমি প্রতিষ্ঠাকাল ২০১৬ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সাথে ওতোপ্রোতো ভাবেই জড়িত । ২০২১ সালে সম্পাদক সাহেব আমাকে ডাইরেক্টর পদে এনেছেন। প্রতিষ্ঠানের কুসুমমতি বাচ্চাদের পবিত্র চেহারা গুলো, সালাম বিনিময় আমাকে আরো বেশি আকৃষ্ট করেছে। তাদের কথা ভাবা, তাদের খেয়াল রাখা এটা একটি ইবাদাত।এক অভিভাবক আরিফুল ইসলাম বলেন, অন্যন্য মিশনের তুলনায় কাটিয়াহাট আল হেরা মিশনের মনোরম পরিবেশ আমাকে মুগ্ধ করেছে । পড়াশোনার জন্য এই ধরনের পরিবেশ প্রয়োজন । এছাড়াও এই মিশনের ভর্তি ফিস এবং মাসিক ফিস যথেষ্ট কম । শিক্ষক ও অভিভাবক মহল আল হেরাতে বিজ্ঞান বিভাগ চালু হওয়াতে বেশ খুশি । এতে মিশনের কোয়ালিটি বাড়বে ।

জয়নগর থানায় বামেদের ডেপুটেশন

মোমিন আলি লস্কর ● জয়নগর

আপনজন: জয়নগর এক নম্বর ব্লকে বামনগাছি অঞ্চলের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ও সদস্য সাইফুদ্দিন লস্কর খুনের ঘটনায় পরিপ্রেক্ষিতে ৫ কিলোমিটার দূরে তৃণমূল কংগ্রেসের দুষ্কৃতকারীরা দলুয়াখাকী গ্রামে লস্কর পাড়ায় লুটপাট ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। তার প্রতিবাদে সোমবারজয়নগর থানার মোড়ে একটি পথসভা অনুষ্ঠিত হয় এবং জয়নগর থানায় একটি সিপিএম ডেপুটেশন জমা দেয় জয়নগর থানার ওসি পার্থ সারথি পালের হাতে। এই ডেপুটেশনে বলা হয়সাইফুদ্দিন লস্করের প্রকৃতি খুনিদের অতিসত্বর গ্রেপ্তার করতে হবে এবং দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তির দিতে হবে। গণপিটুনি যিনি মারা গেছে তাহার তদন্তকরে দোষীদের অতি তাড়াতাড়ি গ্রেপ্তার করতে হবে । দলুয়াখাকী গ্রামে লস্কর পাড়ায় ভাঙচুর লুটপাট এবং অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে যেসমস্থ পাড়াটি পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে, সেই সমস্ত দুষ্কৃতিদের দ্রুত গ্রেফতার করতে হবে । জয়নগর থানার মোড়ে থেকে সুজন চক্রবর্তী বলেন, শুদু সিপিএম সমর্থকদের ধরা হচ্ছে। কেমন বাপের ক্ষমতা আছে আমাদেরকে ধর। এখানে আমি আছি কান্তি গাঙ্গলী, সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি আছি । উপস্থিত ছিলেন সুন্দর বন প্রাক্তন মন্ত্রী কান্তিগাঙ্গলী, সূজন চক্রবর্তী, বিশিষ্ট আইনজীবী সায়ন ব্যানার্জি, অলোক ভট্টাচার্য সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যাক্তিগণ। সায়ন ব্যানার্জিও বক্তব্য রাখেন।

জালনোট সহ ধৃত ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: বিপুল পরিমাণ জালনোট সহ এক ব্যাক্তিকে গ্রেপ্তার করলো মুর্শিদাবাদ জেলার সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ। রবিবার সন্ধ্যা রাতে সামশেরগঞ্জের ধুলিয়ান কাঞ্চনতলা ফেরিঘাট সংলগ্ন এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় তাকে। পুলিশ জানিয়েছে ধৃত ওই ব্যক্তির নাম বাবর শেখ। তার বাড়ি মালদা জেলার বৈষ্ণবনগর থানা এলাকায়। ধৃতের কাছ থেকে ৯৮ হাজার ৫০০ টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। সোমবার ধৃত ব্যাক্তিকে ১০ দিনের পুলিশ হেফাজত চেয়ে জঙ্গিপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। কোথা থেকে জালনোট গুলো নিয়ে এসে কোথায় পাচারের চেষ্টা করছিল ওই ব্যাক্তি তার তদন্ত করে দেখছে সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বাঁকুড়া ইমাম পরিষদের সম্প্রীতি সভা

আর এ মণ্ডল ● পাত্রসায়ের

আপনজন: সম্প্রতি অন্যান্য বছরের ন্যায় এবছরও বাঁকুড়া জেলা ইমাম পরিষদের উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় পাত্রসায়ের ব্লকের রসুলপুর হাই মাদ্রাসা (উ: মা:) এর প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত সোমবার সকাল ৯ টা ৩০ থেকে দুপুর ১ টা পর্যন্ত, ১২ তম বার্ষিক "সম্প্রীতি সভা।" কুরআন মজিদ পাঠের মাধ্যমে সভা শুরু হয়। বর্তমানে দেশ তথা বিশ্ব ব্যাপী সম্প্রদায়গত, রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে হিংসা,ভেদাভেদ এবং আধিপত্যবাদ মানব জীবনকে ধ্বংসাত্মক পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ,সেই প্রেক্ষিতে মানবিক মূল্যবোধ এর অবক্ষয় রুখতে আজকের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস- জানালেন উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে সংস্থার সম্পাদক মওলানা শরিফুল ইসলাম। বিশেষ সম্মানীয় সুধীজনদের মধ্যে ছিলেন প্রধান অতিথি জয়রাম বাটী রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ জী মহারাজ, প্রধান বক্তা ছিলেন মাওলানা মুহাম্মাদ আলি বর্ধমান জমিয়াতের সম্পাদক, অন্যান্য বিশিষ্ট জনদের মধ্যে সেহোরা বাজার রহমানিয়া ওয়েল ফেয়ার ট্রাস্টের সম্পাদক হাজী কুতুব উদ্দিন, বাঁকুড়া সেন্ট্রাল চার্চের পদ্রী সুমন্ত নাড়ু, বাঁকুড়া জেলা জমিয়াতের সম্পাদক হাফিজ আকিল আহমাদ, সংগঠনের সভাপতি মুফতি মুখতার হোসেন,বিশিষ্ট সমাজসেবী সেখ আজফার হোসেন ও স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ প্রধান ফারুক মেহতাব মিদ্যা প্রমুখ।

নানা জায়গায় ঈসালে সওয়াব

নুরুল ইসলাম খান ● ফুরফুরা

আপনজন: রবিবার ফুরফুরা শরীফের মাজারের পাশে হযরত পীর আল্লামা হাজি মোস্তফা মাদানি হুজুরের ইসালে সওয়াবে অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন পীর আল্লামা সৈয়দ আমজাদ হোসেন সিদ্দিকী। তালিমুল ইসলাম সিদ্দিকী সহ জলশা কমিটির দায়িত্বশীল সদস্যরা সহ গ্রামের ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা এই সভার আয়োজন করেছিল। মোজাদ্দেদে যামান দাদা হুজুর পীর সাহেবের সপ্তম পূর্ব পুরুষ ছিলেন মাদানি হুজুর। হুজুরের জন্মস্থান ফুরফুরা শরীফ, সমাধিস্থ রয়েছেন মেদিনীপুরে। অন্যদিকে ফুরফুরা শরীফের বড় হুজুর (রহঃ) প্রতিস্থিত এর নিজ হাতে প্রতিষ্ঠিত নদীয়ার উলাসী ডি এস এস সিনিয়র মাদ্রাসাতে দুই দিন ব্যপি ৬৭ তম ঈসালে সওয়াব মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন শনিবারে মাদ্রাসার ছাত্র ছাত্রীদের অংশগ্রহণে ছিল নাত ও কেরাত সহ ইসলামী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন ফুরফুরা শরীফের পীরজাদা মাওলানা মুজাহিদ সিদ্দিকী, পীরজাদা মাওলানা সাওবান সিদ্দিকী, মাওলানা আজিজুর রহমান, মুফতী ইউনুস আলী, মাওলানা আতিজুর রহমান, মাওলানা আব্দুল হালিম,মাওলানা হাবিবুর রহমান, মাওলানা বাকিবিল্লাহ প্রমুখ। দোয়া করেন মাওলানা সওবান সিদ্দিকী।

শিক্ষামূলক ভ্রমণ মাদ্রাসার

আপনজন: হাতিয়াড়া হাই মাদ্রাসার (উঃমাঃ) উদ্যোগে শিক্ষামূলক ভ্রমণের প্রথম দিনের পর্বে অংশ নেয় একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা। ঝাড়খণ্ডের রাঁচির হুড্রু জলপ্রপাত দেখতে সেখানে তারা হাজির হয়।

আর্জেন্টাইন তরুণের অবিশ্বাস্য গোলে ইউনাইটেডের দারুণ জয়

আপনজন ডেস্ক: অবিশ্বাস্য! যাঁরা গোলটি দেখেছেন তাঁরা তো বটেই, এমনকি যিনি গোলটি দিয়েছেন, সেই আলেসান্দ্রো গারনাচোরও মনে হয় বিশ্বাস করতে কষ্ট হলো। হওয়ারই কথা। এমন গোল কি প্রতিদিন করা যায়! এভারটনের বিপক্ষে আজ ম্যাচের শুরুতে তেমনই এক গোল করেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের আর্জেন্টাইন তরুণ। তাঁর গোলের পর ম্যাচে ইউনাইটেড জিতেছে ৩-০ গোলের বড় ব্যবধানে।
এভারটনের মাঠে এদিন খেলা শুরুর পর দুই দল কেবলই নিজেদের গুছিয়ে নিচ্ছিল। আর তখনই গোটা গুডিসন পার্ককে স্তব্ধ করে দিলেন গারনাচো। ৩ মিনিটের মাথায় দিয়েগো দালতের ক্রসে বক্সের ভেতর থেকে দুর্দান্ত এক ওভারহেড কিকে মৌসুমের তো বটেই, প্রিমিয়ার লিগ ইতিহাসের সেরা গোলের একটি করেছেন আর্জেন্টাইন তারকা।
গোলের পর নিজের আদর্শ ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর 'সিউ' উদ্‌যাপনও করেন গারনাচো। এই গোলের পর এভারটন সমর্থকেরা নীরব হয়ে পড়লেও খেলা দেখতে আসা ইউনাইটেড সমর্থকেরা 'ভিভা গারনাচো' স্লোগানে মাতিয়ে দিয়েছিল গোটা স্টেডিয়াম। গোলটি করার পরপরই বিবিসি লাইভে গোলটিকে ওয়েইন রুনির বিখ্যাত সেই ওভারহেড কিকে করা গোলের সঙ্গে তুলনা করা হয়।
শুরুতে গোল করে এগিয়ে গেলেও আক্রমণের ধারা থেকে সরে আসেনি ইউনাইটেড। অন্যদিকে এভারটনেরও চেষ্টা ছিল দারুণ কিছু করে ম্যাচে ফেরার। দুই দলের এমন মরিয়া চেষ্টার কারণে জমে ওঠে ম্যাচ। এর মধ্যে ৯ মিনিটে ম্যাচে সমতা ফেরাতে পারত এভারটন। স্বাগতিকদের আক্রমণ দারুণ দক্ষতায় ঠেকিয়ে দেন ইউনাইটেড গোলরক্ষক আন্দ্রে ওনানা। একটু পর ইউনাইটেডের একটি প্রচেষ্টা চলে যায় বারের ওপর দিয়ে। প্রথমার্ধে অবশ্য দারুণ কিছু সুযোগ তৈরি করেছিল এভারটন। একাধিকবার গোলের খুব কাছাকাছিও পৌঁছে গিয়েছিল তারা। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত গোলটি আর পাওয়া হয়নি।
বিরতির পরও এভারটন চেষ্টা করে ম্যাচে ফিরতে। কিন্তু ৫৬ মিনিটে ইউনাইটেডকে উল্টো পেনাল্টি উপহার দিয়ে আরও পিছিয়ে পড়ে তারা। স্পট কিক থেকে গোল করে ইউনাইটেডকে ২-০ গোলে এগিয়ে দেন মার্কাস রাশফোর্ড।
দুই গোলে পিছিয়ে পড়া এভারটন তৃতীয় গোলটি হজম করে ৭৫ মিনিটে। এবারের গোলটি আসে আন্তোনি মার্শিয়ালের কাছ থেকে। এরপর চেষ্টা করেও আর ম্যাচে ফিরতে পারেনি এভারটন। পুরো ম্যাচে অবশ্য বল দখল, আক্রমণ ও সুযোগ তৈরিতে ইউনাইটেডের চেয়ে এগিয়েই ছিল তারা। কিন্তু গোল করার আসল কাজটাই করতে পারেনি।
এ জয়ে ১৩ ম্যাচে ২৪ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার ৬ নম্বরে উঠে এল ইউনাইটেড। আর ১৩ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে ১৯ নম্বরে আছে এভারটন।

রিয়ালকে জেতানো রদ্রিগো ২০ মিনিট আগেও জানতেন না শুরুর একাদশে খেলবেন

আপনজন ডেস্ক: দুটি গোল করেছেন, একটি গোল করিয়েছেন। রদ্রিগোর দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে কাদিজের মাঠ থেকে ৩-০ গোলের জয় নিয়ে ফিরেছে রিয়াল মাদ্রিদ। অথচ ম্যাচের ২০ মিনিট আগেও নাকি রদ্রিগো জানতেন না, তিনি কাদিজের বিপক্ষে রিয়ালের শুরুর একাদশে খেলবেন।
ম্যাচ শেষে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে রিয়ালের ব্রাজিলিয়ান তারকা রদ্রিগো বলেছেন, 'গা গরমের ২০ মিনিট আগে আমি জানতে পেরেছি যে শুরুর একাদশে আছি।'
কাদিজের বিপক্ষে শুরুর একাদশে থাকবেন না, এমনটাই মনে হয়েছিল রদ্রিগোর। কেন, সেই ব্যাখ্যাও দিয়েছেন, 'আমি মনে করেছিলাম, হাঁটুর ব্যথার জন্য আমাকে বিশ্রাম দেওয়া হবে...কিন্তু আমাকে খেলতে হয়েছে এবং সবকিছু ভালোভাবেই সম্পন্ন হয়েছে।'
সবকিছু যে ভালোভাবেই হয়েছে, সেটা ম্যাচের স্কোরশিটের দিকে তাকালেই স্পষ্ট। নিজের গোল দুটি নিয়ে রদ্রিগো বলেছেন, 'প্রথম গোলটিতে আমার বেশি কিছু করার ছিল না। কারণ, প্রতিপক্ষের দুজন খেলোয়াড় আমার খুব কাছে ছিল। দ্বিতীয় গোলটিতে আমি খুব ভালো শট নিয়েছি। এ গোলটি ছিল প্রতি আক্রমণে এবং বেলিংহাম আমার জন্য জায়গা তৈরি করে দিয়েছে। আমি ড্রিবল করে এগিয়ে গেলাম এবং আরেকটি দুর্দান্ত গোল করলাম।'
রিয়ালের হয়ে খেলা সর্বশেষ তিন ম্যাচে রদ্রিগোর পারফরম্যান্স দুর্দান্ত। ২২ বছর বয়সী ব্রাজিলিয়ান তারকা এই ৩ ম্যাচে ৫টি গোল করেছেন, ৪টি গোল করিয়েছেন। নিজের পারফরম্যান্স নিয়ে রদ্রিগো বলেছেন, 'আমি খুব খুশি। এটা আমার পরিশ্রমের ফল। আমি গোল আর অ্যাসিস্ট করার জন্য কাজ করি। যেভাবে পারি, দলকে সাহায্য করতে চাই। সবকিছু ভালোভাবে হচ্ছে।'
কাদিজের বিপক্ষে এই জয়ের পর ১৪ ম্যাচে ৩৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে রিয়াল। এক ম্যাচ কম খেলে ৩৪ পয়েন্ট নিয়ে জিরোনা আছে দ্বিতীয় স্থানে। সমান ম্যাচে ৩১ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে আতলেতিকো মাদ্রিদ। ১৪ ম্যাচে খেলে সমান পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে আছে বার্সেলোনা।

গুজরাতের নতুন অধিনায়ক শুভমন গিল

আপনজন ডেস্ক: শুভমন গিল, নাকি রশিদ খান–শেষ পর্যন্ত গিলকেই বেছে নিয়েছে গুজরাত টাইটানস। হার্দিক পান্ডিয়া মুম্বাই ইন্ডিয়ানসে চলে যাওয়ায় গুজরাতের নতুন অধিনায়ক হয়েছেন ভারতের ২৪ বছর বয়সী ওপেনার। সিনিয়র পর্যায়ের ক্রিকেটে এটিই গিলের প্রথম অধিনায়কত্ব।
২০২২ সালে গুজরাতে যোগ দিয়েছিলেন গিল। গত দুই বছরে তাঁর মধ্যে নেতৃত্বের ছাপ দেখা গেছে জানিয়ে গুজরাতের ডিরেক্টর অব ক্রিকেট বিক্রম সোলাঙ্কি বলেন, 'শুধু ব্যাট হাতেই নয়, তাকে আমরা নেতৃত্বের দিক থেকেও পরিণত হতে দেখেছি। মাঠের ভেতরে তার অবদান গুজরাত টাইটানসকে অদম্য শক্তিতে পরিণত করতে ভূমিকা রেখেছে।'
দুই মৌসুম আইপিএলে খেলা গুজরাত প্রথম বছর হয় চ্যাম্পিয়ন, পরের বছর রানার্সআপ। দুই আসরেই লিগ পর্বে সবচেয়ে বেশি পয়েন্ট তুলেছিল গুজরাত। এমন একটি দলের নেতৃত্ব পেয়ে গিল তাঁর প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন, 'গুজরাত টাইটানসের অধিনায়কত্ব পেয়ে আমি অভিভূত এবং গর্বিত। এমন দারুণ একটি দল আমার নেতৃত্বে আস্থা রাখায় আমি ধন্যবাদ জানাই। আমরা দুটি অসাধারণ মৌসুম কাটিয়েছি। সামনেও রোমাঞ্চকর ব্র্যান্ডের ক্রিকেট খেলতে মুখিয়ে আছি।'
এ দিকে পান্ডিয়াকে স্বাগত জানিয়েছে মুম্বাই ইন্ডিয়ানস। ২০১৫ সালে মুম্বাই দিয়ে আইপিএল ক্যারিয়ার শুরু হয়েছিল পান্ডিয়ার। ২০২১ আইপিএলের পর মুম্বাই তাঁকে ছেড়ে দিলে গুজরাত কিনে নেয়। এখন 'ট্রেডিং উইন্ডো'র শেষ দিনে আবার তাঁকে গুজরাত থেকে কিনে নিয়েছে মুম্বাই। আইপিএলের ৫ ট্রফি জেতা দলটির বিবৃতিতে লেখা হয়, 'হার্দিকের প্রত্যাবর্তন মুম্বাইয়ের 'এক পরিবারে' ফিরে আসা। যেখানে আছে রোহিত শর্মা, যশপ্রীত বুমরা, সূর্যকুমার যাদব, ঈশান কিষানরা। সে মুম্বাইয়ে প্রথম এসেছিল সম্ভাবনা জাগিয়ে, এরপর ভারতের দলে অভিষেক হয়।'

একই ম্যাচে অর্ধশতক ও হ্যাটট্রিক, সিকান্দার রাজার দুর্লভ কীর্তি

আপনজন ডেস্ক: গতকাল উগান্ডার কাছে হেরে বড় একটা হোঁচট খেয়েছিল জিম্বাবুয়ে। তবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আফ্রিকা অঞ্চলের চূড়ান্ত বাছাইপর্বে আজ রুয়ান্ডাকে উড়িয়ে দিয়েছে সিকান্দার রাজার দল। ১৪৪ রানের রেকর্ড জয়ে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন অধিনায়ক রাজা।
ইনিংসে উদ্বোধনে এসে অর্ধশতক করেছেন, পরে করেছেন হ্যাটট্রিক। রুয়ান্ডার শেষ ৩ উইকেট টানা ৩ বলে নেন রাজা, জিম্বাবুয়ের দেওয়া ২১৬ রানের লক্ষ্যে ১৮.৩ ওভারে ৭১ রানে অলআউট রুয়ান্ডা।
আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে একই ম্যাচে অর্ধশতক ও হ্যাটট্রিক করা মাত্র দ্বিতীয় পুরুষ খেলোয়াড় রাজা। এর আগে এই কীর্তি ছিল নামিবিয়ার জেজে স্মিটের। ২০২২ সালে উগান্ডার বিপক্ষে স্মিট দেখিয়েছিলেন অন্যতম সেরা অলরাউন্ড পারফরম্যান্স–৩৫ বলে ৭১ রানের সঙ্গে ১০ রানে ৬ উইকেট নেওয়ার পথে হ্যাটট্রিক করেছিলেন তিনি, নিয়েছিলেন ২টি ক্যাচও। আজ রাজা হ্যাটট্রিক করেন রুয়ান্ডার শেষ তিন ব্যাটসম্যান–মোহাম্মদ নাদির, জাপ্পি বিমেনইয়েমানা ও এমিল রুকিরিজাকে আউট করে। রাজার এমন স্মরণীয় দিনে নিজেদের রেকর্ড নতুন করে গড়েছে জিম্বাবুয়েও, রানের হিসাবে এটিই এখন সবচেয়ে বড় জয় তাদের। এ জয়ে পয়েন্ট তালিকার তিনে উঠে এসেছে জিম্বাবুয়ে। দিনের অন্য ম্যাচে কেনিয়াকে ৬ উইকেটে হারানো নামিবিয়া ৪ ম্যাচ শেষে এখনো অপরাজিত, পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে আছে তারা। দুইয়ে থাকা কেনিয়ার ৪ ম্যাচ শেষে এখন ৬ পয়েন্ট, ৪ ম্যাচে সমান ৪ পয়েন্ট জিম্বাবুয়ের। ৩ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট পেলেও নেট রান রেটে জিম্বাবুয়ের (২.২৭৬) চেয়ে বেশি পিছিয়ে উগান্ডা (০.৩৯৩)। সাত দলের এ বাছাইপর্ব শেষে দুটি দল আগামী বছরের জুনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রে হতে যাওয়া বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ পাবে।
টসে জিতে আজ জিম্বাবুয়েকে ব্যাটিংয়ে পাঠায় রুয়ান্ডা। তাদিওয়ানাশে মারুমানিকে নিয়ে আজ ইনিংস উদ্বোধনে এসেছিলেন জিম্বাবুয়ে অধিনায়ক রাজা। উদ্বোধনী জুটিতেই দুজন তোলেন ৯৯ রান, দুজনই করেন অর্ধশতক। ১১তম ওভারে আউট হওয়ার আগে ৬ চার ও ৪ ছক্কায় ৩৬ বলে ৫৮ রানের ইনিংস খেলেন রাজা, পরের ওভারে আউট হওয়া মারুমানির ৩১ বলে ৫০ রানের ইনিংসে ছিল ৪টি চার ও ৩টি ছক্কা। ১৯তম ওভারের প্রথম বলে শন উইলিয়ামসন যখন ১৪ বলে ২২ রান করে আউট হন, তখনো জিম্বাবুয়ের স্কোর ছিল ১৭৬ রান। এরপরই বড় একটা লাফ দেয় তারা রায়ান বার্লের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে। ৫ চার ও ৩ ছক্কায় ২১ বলে ৪৪ রানে অপরাজিত থাকেন বার্ল, শেষ ১১ বলে জিম্বাবুয়ে তোলে ৩৯ রান। রান তাড়ায় রিচার্ড এনগারাভা, ব্লেসিং মুজারাবানির তোপে ১৫ রান তুলতেই ৫ উইকেট হারিয়ে ফেলে রুয়ান্ডা। জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে এর আগে কোনো দল এত কম রানে ৫ উইকেট হারায়নি। অবশ্য ষষ্ঠ উইকেটে দিদিয়ের এনদিকুবউইমানা ও মার্টিন আকায়েজু যোগ করেন ৪৮ রান। তবে ৮ রান তুলতেই শেষ ৬ উইকেট হারিয়ে ৭১ রানেই অলআউট রুয়ান্ডা, জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে কোনো দলের এটিই এখন সর্বনিম্ন স্কোর।

জাতীয় স্তরে খেলার সুযোগ পেলেন ধূপগুড়ির তরুণ অনিমেষ রায়

সাদ্দাম হোসেন ● জলপাইগুড়ি

আপনজ ডেস্ক: তীরন্দাজীতে অনূর্ধ্ব -১৭ বিভাগে রাজ্যস্তরে প্রথম হয়ে স্বর্ণপদক হাশিল করেছে। খুশির হাওয়া বইছে জলপাইগুড়ি জেলা জুড়ে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজ্য বিদ্যালয় কাউন্সিলের খেলায় অংশ গ্রহণ করেছিলো ধূপগুড়ি পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের অনিমেষ রায়। সে ধূপগুড়ির বৈরাতীগুড়ি হাইস্কুলের একাদশ শ্রেণীর ছাত্র। জানা যায় গতকাল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার আয়োজিত কলকাতার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে তীরন্দাজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে অনিমেষে। আর যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনেই প্রতিযোগিদের পরাজিত করে রাজ্যে প্রথম হয়ে স্বর্ণপদক পায় অনিমেষ রায় এবং সেই সাথেই জাতীয় স্তরে তীরন্দাজি খেলার ছাড়পত্র পায়।
স্বাভাবিকভাবেই ধূপগুড়ির ছেলে কলকাতায় গিয়ে এভাবে প্রথম হওয়ায় গর্বিত জেলাবাসী। অনিমেষ রায়ের বাবা কৃষ্ণদেব রায় বলেন, এবার রাজ্য সরকারের ৬৭ তম ক্রীড়া প্রতিযোগিতা কলকাতার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। সেখানে আমার ছেলে অনিমেষ অনূর্ধ্ব -১৭ বিভাগে তীরন্দাজিতে অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়ে স্বর্ণপদক পেয়েছে এবং জাতীয় স্তরে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে।

২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি

ভারত না খেললে আইসিসির কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি পাকিস্তানের

আপনজন ডেস্ক: এ যেন 'ঘর পোড়া গরু'র ভয়!
২০২৩ এশিয়া কাপের মতো ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতেও ভারত ক্রিকেট দল পাকিস্তানে যেতে অস্বীকৃতি জানাতে পারে–এমন শঙ্কায় আইসিসির কাছে ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়ে রেখেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। এ ছাড়া ভারত যদি পাকিস্তানের নিরাপত্তাব্যবস্থায় আশ্বস্ত না হয়, আইসিসিকে একটি স্বাধীন নিরাপত্তা সংস্থা গঠন করার প্রস্তাবও দিয়েছে পিসিবি। আজ পিসিবির একটি বিশ্বস্ত সূত্র ভারতীয় বার্তা সংস্থা পিটিআইকে এ তথ্য জানিয়েছে।
চলতি বছর এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) টুর্নামেন্ট এশিয়া কাপের আয়োজক ছিল পাকিস্তান। তবে ভারতে সেখানে যেতে রাজি না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কায় যৌথভাবে আয়োজিত হয় এশিয়া কাপ। 'হাইব্রিড মডেল' নামে পরিচিতি পাওয়া এই ব্যবস্থায় বাকি সব দল পাকিস্তানে খেলতে গেলেও ভারতের সব ম্যাচ হয়েছে শ্রীলঙ্কার মাটিতে।
সামনে ২০২৫ আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফি হওয়ার কথা পাকিস্তানে। পিসিবিকে আয়োজক হিসেবে ঘোষণা দিলেও এখনো তাদের সঙ্গে আয়োজক স্বত্বের চুক্তি সই করেনি আইসিসি। পিসিবির ওই সূত্র জানায়, বিশ্বকাপের সময় আহমেদাবাদে আইসিসির প্রধান নির্বাহীর সঙ্গে আলোচনায় বসেছিলেন পিসিবি চেয়ারম্যান জাকা আশরাফ ও প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা সালমান নাসির। এ বিষয়ে সূত্রটির মন্তব্য এরকম–'পিসিবির কর্মকর্তারা চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে বিসিসিআইয়ের দল না পাঠানোর শঙ্কা নিয়ে কথা বলেছেন। তাঁরা পরিষ্কার করে বলেছেন, তেমন কোনো পরিস্থিতি তৈরি হলে আইসিসি যেন টুর্নামেন্ট বিষয়ে একতরফা সিদ্ধান্ত না নেয়।'
বৈঠকের বিষয়ে সূত্রটিকে উদ্ধৃত করে পিটিআইয়ের প্রতিবেদনে লেখা হয়, পিসিবি বলেছে ভারত যদি পাকিস্তানে সফর করার বিষয়ে নিরাপত্তা শঙ্কাকে কারণ দেখায়, তাহলে আইসিসির উচিত একটি স্বাধীন নিরাপত্তা সংস্থা গঠন করা। সেই সংস্থা পাকিস্তানের মাটিতে ভারতসহ অংশগ্রহণকারী দলগুলোর নিরাপত্তা পরিস্থিতি মূল্যায়ন করবে, চাইলে পাকিস্তান সরকার ও নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের সঙ্গে সমন্বয় করেও কাজ করতে পারবে, 'পিসিবি কর্মকর্তারা বলেছেন, গত দুই বছরে অনেক শীর্ষস্থানীয় দল নিরাপত্তা-সংশয় ছাড়াই পাকিস্তানে সফর করেছে। তাঁরা এটিও বলেছেন যে বিসিসিআই যদি দল না পাঠায় এবং ভারতের ম্যাচ অন্য কোথায় স্থানান্তর করতে হয়, তাহলে আইসিসি কর্তৃক পিসিবিকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।'
এক দশক ধরে বৈশ্বিক বা মহাদেশীয় টুর্নামেন্ট ছাড়া মুখোমুখি হয় না ভারত-পাকিস্তান
এক দশক ধরে বৈশ্বিক বা মহাদেশীয় টুর্নামেন্ট ছাড়া মুখোমুখি হয় না ভারত-পাকিস্তানরয়টার্স
বিসিসিআই পাকিস্তানে দল পাঠানোর বিষয়টি নির্ভর করছে ভারত সরকারের সিদ্ধান্তের ওপর। গত ১০ বছর কোনো দ্বিপক্ষীয় সিরিজে মুখোমুখি হয়নি ভারত-পাকিস্তান। এমনকি এশিয়া কাপের মতো মহাদেশীয় টুর্নামেন্টেও দল পাঠাতে রাজি হয়নি তারা।
পাকিস্তানে যাওয়ার বিষয়ে বিসিসিআই সব সময়ই সরকারি সিদ্ধান্তকে কারণ দেখিয়ে আসছে।

ভারতের বিশ্বকাপ একাদশ থেকে বাদ পড়ার কষ্টের কথা জানালেন ঈশান

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বকাপ দলে ছিলেন। খেলেছেনও। কিন্তু দুই ম্যাচ খেলে তেমন ভালো কিছু করতে না পারার খেসারত দিয়েছেন। বাদ পড়েছেন প্রথম একাদশ থেকে। লিগ পর্বে ৭টি আর সেমিফাইনাল, ফাইনাল মিলিয়ে আরও দুটি, মোট ৯ ম্যাচে ডাগ আউটেই কাটাতে হয়েছে তাঁকে।
ভারতের তরুণ উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান ঈশান কিষানের কথাই বলা হচ্ছে। বিশ্বকাপ দলের অংশ হয়েও বেশির ভাগ ম্যাচে খেলতে না পারার যন্ত্রণা এ কদিন বয়ে নিয়ে বেরিয়েছেন। সেই যন্ত্রণাই তাঁকে হয়তো তাতিয়ে রেখেছিল বিশ্বকাপের পরই শুরু হওয়া অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে। প্রথম দুই ম্যাচেই রান পেয়েছেন। বিশাখাপট্টনামের (৩৯ বলে ৫৮ রান) পর গতকাল তিরুবনন্তপুরমেও তাঁর ব্যাট হেসেছে। সিরিজ নিজেদের করে নিয়েই বিশ্বকাপ দল থেকে বাদ পড়া নিয়ে নিজের মনের কথাগুলো উগরে দিয়েছেন ঈশান।
গতকাল তিরুবনন্তপুরমে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে ঈশানের ব্যাট থেকে এসেছে ২৫ বলে অর্ধশতক (৫২)। রুতুরাজ গায়কোয়াড়ও করেছেন ৫৮ রান। যশস্বী জয়সোয়ালও পেয়েছেন অর্ধশতক (৫৩)। এই তিনের ব্যাটে চেপে ভারত কাল স্কোরবোর্ডে তোলে ৪ উইকেটে ২৩৫। অস্ট্রেলিয়া জবাবে ব্যাট করতে নেমে ৯ উইকেটে ১৯১ রানে থেমে যায়। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ভারতের প্রথম তিন ব্যাটসম্যানের অর্ধশতক পাওয়ার ঘটনা এটিই প্রথম।

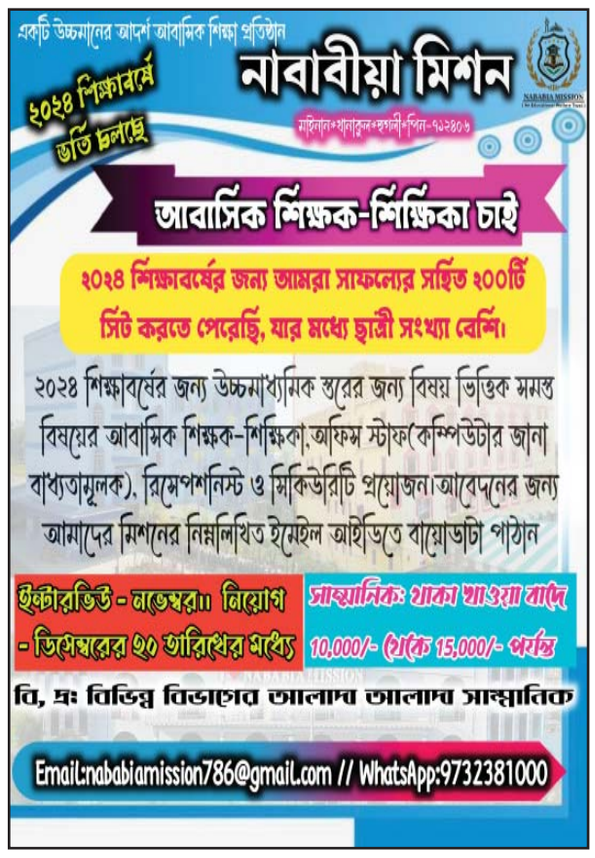

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। সম্পাদকীয় দফতর: আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. Editorial Office: 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 Editor: Zaidul Haque